ইন্‌তিসাব

বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী, ক্ষণজন্মা মহামনীষী, মুসলিম বিশ্বের অমূল্য সম্পদ, এ যুগের হাকীমুল উম্মত ও ইবনে বতূতা, অসংখ্য কালজয়ী গ্রন্থের অমর রচয়িতা, শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম ও তাঁর দেশ বিদেশের শিষ্যগণের উদ্দেশ্যে, যাঁরা ইলমে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজ যিন্দেগী কুরবান করে দিয়েছেন।

-হাসান সিদ্দীক বিন মাশহুদ

অনুবাদকের কথা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ.

"আহকামে ইতিকাফ" শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী ছাহেব হাফিযাহুল্লাহু তাআলার ছোট্ট কিন্তু চমৎকার একটি পুস্তিকা। যা তিনি ১৪০০ হিজরীর পবিত্র রামাযান মাসে ইতিকাফ অবস্থায় রচনা করেন। এতে তিনি ইতিকাফ, যা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি ইবাদত, তার ফাযায়িল ও মাসায়িল, হাকীকত বা বাস্তবতা, প্রকারসমূহ, মহিলাদের ইতিকাফ, আদাবে ইতিকাফ, মাকামে ইতিকাফ বা ইতিকাফ এর স্থান ও আহাদীসে ইতিকাফ তথা ইতিকাফ সংশ্লিষ্ট সহীহ হাদীসসমূহ স্বভাবসুলভ প্রাঞ্জল ভাষায় খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত শাইখুল ইসলাম হাফি.কে উত্তম বদলা দান করুন ও তাঁকে সুস্থতার সাথে হায়াতে তায়্যিবাহ নসীব করুন। আমীন।

উল্লেখিত মূল্যবান আলোচনার পাশাপাশি হযরত শাইখুল ইসলাম ছাহেব অত্র গ্রন্থের পরিশিষ্টে উলামা হযরতদের জন্য দারুণ উপকারী তিনটি ইলমী মাসআলার আলোচনা করেছেন। একটি হল ইতিকাফ অবস্থায় জুমুআর গোসলের মাসআলা। দ্বিতীয়টি হল ইতিকাফের শুরুতে استثناء প্রসঙ্গ। আর তৃতীয়টি হল ইতিকাফের মান্নত সহীহ হওয়ার কারণ।

বলা বাহুল্য যে, এ আলোচনায় আহলে ইলম হযরতগণ তাঁদের দিলের অনেক মূল্যবান খোরাক লাভ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। শুধু তাই নয়, গ্রন্থের শেষাংশে হযরতওয়ালা শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম কিছু বিশেষ আমলের ব্যাপারে মনোজ্ঞ আলোচনা পেশ করেছেন। যেমন সালাতুত তাসবীহ, সালাতুল হাজত, তাহিয়্যাতুল উযূ,

ইশরাকের নামায, চাশতের নামায, আউয়াবীনের নামায এবং নফল নামাযের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামায তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভ আলোচনা।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের বিশেষ অনুগ্রহে প্রতি বছর রামাযানুল মুবারকের শেষ দশকে সারা পৃথিবীর অসংখ্য মসজিদে বিশেষত হারামাইন শরীফাইন তথা মক্কা মুকাররামাহ ও মাদীনা মুনাওয়ারায় বিপুল সংখ্যক মুসলমান এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আঞ্জাম দেন। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, ইতিকাফের মাসআলা-মাসায়িল না জানার কারণে বহু মানুষ ভুল ভ্রান্তির শিকার হন। এমনকি অনেকের ইতিকাফ ভেঙ্গে যায় অথচ তার খবরও থাকে না।

দীর্ঘ প্রায় দুই দশক ধরে রাজধানী ঢাকার দুটি মসজিদের সাথে ইমাম ও খতীব হিসেবে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগে ইতিকাফ সংক্রান্ত বহু মাসআলার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হয়েছি। পাশাপাশি অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি সরাসরি অবলোকনের সুযোগও হয়েছে। তাই দীর্ঘ দিন থেকেই ইতিকাফ বিষয়ক কিছু একটা করার তাগাদা অনুভব করছিলাম প্রচণ্ডভাবে। প্রতি রামাযানের শেষ দশকে এ তাগাদা বেড়ে যেত। কিন্তু খতম তারাবীহ এর ব্যস্ততার দরুন সময় ও সুযোগ হয়ে উঠছিল না।

ইত্যবসরে আমার একান্ত স্নেহাস্পদ ছাত্র ও ভাগ্নিজামাই মাওলানা তাহমীদুর রহমান বিন ডা. ইখলাসুর রহমান সাহেব ইন্টারনেট থেকে পিডিএফ করে শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী ছাহেব মাদ্দাযিল্লুহুম কর্তৃক রচিত "আহকামে ইতিকাফ"এর দুটি কপি আমাকে হাদিয়া হিসেবে পেশ করেন। আল্লাহ পাক তাঁর ইলম ও আমলে বরকত নসীব করুন। যার একটি কপি মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী কর্তৃক মুদ্রিত। আর আরেকটি কপি খাইরুল মাদারিস হায়দারাবাদের মুদাররিস মুফতী আহমাদুল্লাহ নেছার কাসেমী ছাহেবের (দা. বা.) তাহকীক ও তাখরীজসহ মাকতাবায়ে ফয়সাল দেওবন্দ হতে মুদ্রিত।

দ্বিতীয় কপিটির টাইপ সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে আমি সেটাকে সামনে রেখেই অনুবাদের সিদ্ধান্ত নিই। যদিও ক্ষেত্র বিশেষ প্রথম কপিটি থেকেও সাহায্য নেয়া হয়েছে।

এভাবে দারস-তাদরীস, খিতাবাত-তাফসীরের খেদমত আঞ্জাম দানের পাশাপাশি এই চমৎকার কিতাবটির অনুবাদও সমাপ্ত হয়।

অতিরিক্ত সতর্কতার অংশ হিসাবে আমার বিশেষ স্নেহাস্পদ শিষ্য, ঐতিহ্যবাহী জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদরাসার সহকারী মুফতী ও মুদাররিস মুফতী মাহমূদুল হাসান ছাহেবকে অনূদিত অংশের মাসায়িল অধ্যায় ভালেভাবে দেখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। ফলশ্রুতিতে তিনি আমার ধারণার চাইতেও অনেক ভালো সম্পাদনা করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। রাব্বে কারীম তাঁর ইলম-আমল, যবান ও কলমকে কবূল ও মাকবূল করুন। আমীন।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের খিদমতে বিনীত নিবেদন এটাই যে, যে কোনো ভুলভ্রান্তির ব্যাপারে আমাকে অবহিত করলে চির কৃতজ্ঞ থাকব ইনশাআল্লাহ। কারণ আমি একজন সাধারণ মানুষ। ইলম-আমলশূন্য মানুষ। তাকওয়া-পরহেযগারী হতে বহু দূরে অবস্থানকারী মানুষ।

فَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِيْ فَتِلْكَ مُصِيْبَةٌ

وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِيْ فَالْمُصِيْبَةُ أَعْظَمُ

শাইখুল ইসলাম হাফিযাহুল্লাহু তাআলার ইখলাসের বরকতে মহান আল্লাহ আমি গুনাহগারের অনুবাদকে কবূল করে নিন।

পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ এ কিতাবটি পাঠ করার সময় আমার জন্য ও আমার আব্বা-আম্মার জন্য, স্ত্রী-সন্তানদের জন্যও নেক দুআ করবেন। এই দরখাস্ত রেখে এখানেই শেষ করছি।

وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ

বিনীত
মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান
জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া,
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

তারিখ
২ সফর ১৪৪৪ হিজরী
৩০ আগস্ট ২০২২ ইং
দুপুর ১২ : ৪০ মিঃ

লেখকের মুখবন্ধ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى: أَمَّا بَعْدُ.

ইতিকাফ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি ইবাদত।

আর মহান আল্লাহর অনুগ্রহে প্রতি বছর রামাযানের শেষ দশকে প্রতিটি মসজিদে বিপুল পরিমাণ মুসলমান এই ইবাদত আঞ্জাম দেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, ইতিকাফের মাসায়িল না জানার কারণে এর মধ্যে নানা ধরনের ভুল ভ্রান্তি হচ্ছে।

১৪০০ হিজরীর রামাযান মাসে এ অধমকে মহান আল্লাহ ইতিকাফের তাউফীক দান করেন। তো আমার সম্মানিত দ্বীনী ভাই জনাব শাহ মুহাম্মাদ সুলাইমান সাহেব অভিলাষ ব্যক্ত করেন যেন আমি ইতিকাফের ফাযায়িল ও মাসায়িল বিষয়ক সর্বসাধারণের উপযোগী একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা মুসলিম জাতির জন্য লিখে দেই। ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহর অনুগ্রহে ঐ ইতিকাফ অবস্থাতেই এই পুস্তিকা রচনার কাজ আরম্ভ করে দেই। পরবর্তীতে এটাকে পূর্ণ করা হয়।

এখন এই পুস্তিকা প্রকাশ হতে চলেছে। আল্লাহ তাআলা এটাকে মুসলমানদের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং কবূলিয়্যতের মর্যাদায় ভূষিত করুন। আমীন।

যাঁরা ইতিকাফ করবেন তাঁদের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ, যেন তারা ইতিকাফে বসার পূর্বে এই পুস্তিকাটা দেখে নেন এবং ইতিকাফের সময়ও এটাকে নিজেদের সঙ্গে রাখেন। আর এ অধমের আমল আখলাকের সংশোধন ও আখেরাতের নাজাতের জন্য ইতিকাফ অবস্থায় দু'আ করলে অধমের উপর অনেক বড় অনুগ্রহ হবে।

وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللّٰهِ

অধম মুহাম্মাদ তাকী উসমানী উফিয়া আনহু
খাদেমে তালাবা, দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইতিকাফের স্বরূপ	১৩
ইতিকাফের বৈশিষ্ট্য	১৪
মাসনূন ইতিকাফ ও তার হেকমত	১৪
ইতিকাফের গুরুত্ব	১৪
ইতিকাফের ফযীলতসমূহ	১৬
ইতিকাফ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ	১৮
ইতিকাফকারী ব্যক্তির মসজিদে বিছানা বিছানো	১৯
প্রিয়নবী সা.-এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের মসজিদে ইতিকাফ	২০
ইতিকাফকারী ব্যক্তির পর্দা করা	২২
স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ইতিকাফ	২৩
মহিলাদের মসজিদে ইতিকাফ	২৩
প্রিয়নবী সা.-এর ইতিকাফের বিস্তারিত বিবরণ	২৪
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্ণ মাস ইতিকাফ	২৪
প্রিয়নবী সা.-এর ইতিকাফ অবস্থায় তেল লাগানো	২৬
ইতিকাফ অবস্থায় রোগীর শুশ্রুষার পদ্ধতি	২৮
গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা সমৃদ্ধ একটি হাদীস	২৯
ইতিকাফের মান্নত করা	৩২
মাসায়িলে ইতিকাফ অধ্যায়	**৩৫**
ইতিকাফের শর্তসমূহ	৩৫
ইতিকাফের স্থান	৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইতিকাফ তিন প্রকার	৩৬
১. সুন্নাত ইতিকাফ	৩৬
২. নফল ইতিকাফ	৩৬
৩. ওয়াজিব ইতিকাফ	৩৬
সুন্নাত ইতিকাফের বিধি-বিধান	৩৭
মহল্লাবাসীর দায়িত্ব	৩৭
ইতিকাফের রুকন	৩৮
মসজিদের সীমার ব্যাখ্যা	৩৮
শরয়ী প্রয়োজনের ব্যাখ্যা	৪১
প্রয়োজনসমূহ নিম্নরূপ	৪১
প্রাকৃতিক প্রয়োজনের বিধানসমূহ	৪২
কাযায়ে হাজত তথা পেশাব পায়খানার বিধানসমূহ	৪২
খাওয়ার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া	৪৪
ইতিকাফকারীর গোসলের বিধান	৪৫
ইতিকাফকারীর উযূর বিধান	৪৬
ইতিকাফকারীর আযান	৪৭
ইতিকাফকারীর জুমুআর নামাযের বিধান	৪৭
মসজিদ থেকে স্থানান্তরিত হওয়া	৪৮
জানাযার নামায এবং রোগীর শুশ্রুষা	৪৮
ইতিকাফ ভঙ্গকারী জিনিসসমূহ	৫০
কোন্ কোন্ অবস্থায় ইতিকাফ ভঙ্গ করা জায়িয	৫২
ইতিকাফ ভেঙ্গে যাওয়ার বিধান	৫২
ইতিকাফের আদবসমূহ	৫৪
ইতিকাফ অবস্থায় মুবাহাত বা বৈধ কাজসমূহের বিবরণ	৫৪
ইতিকাফের মাকরূহ বিষয়সমূহ	৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইতিকাফে মানযূর বা মান্নত ইতিকাফের বিধান	৫৬
মান্নতের পদ্ধতি	৫৬
মান্নতের প্রকারসমূহ ও তার বিধান	৫৮
মান্নত আদায় করার পদ্ধতি	৫৮
মান্নত ইতিকাফের বৈশিষ্ট্য	৬০
মান্নত ইতিকাফের বাধ্যবাধকতা	৬০
নফল ইতিকাফ	৬১
মহিলাদের ইতিকাফের বিধান	৬৩
পরিশিষ্ট (উলামা হযরতদের জন্য)	৬৬
কিছু কিছু ইলমী মাসআলার তাহকীক	৬৬
১. ইতিকাফ অবস্থায় জুমুআর গোসলের মাসআলা	৬৬
২. ইতিকাফের শুরুতে استثناء প্রসঙ্গ	৭১
৩. ইতিকাফের মান্নত সহীহ হওয়ার কারণ	৭৩
কিছু কিছু বিশেষ আমল	৭৫
সালাতুত তাসবীহ	৭৫
সালাতুল হাজত	৭৮
কিছু মুস্তাহাব নামায	৭৯
তাহিয়্যাতুল উযূ	৭৯
ইশরাকের নামায	৮১
সালাতুয যোহা বা চাশতের নামায	৮২
সালাতুল আউয়াবীন	৮৩
তাহাজ্জুদ নামায	৮৪

ইতিকাফের স্বরূপ

আল্লাহ তাআলা ইবাদতের যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন তার মধ্যে কিছু কিছু আছে খাস আশেকানা বা প্রেমিকসুলভ বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যবান। এমনই একটি অনুপম ইবাদতই হল ইতিকাফ।

এই ইবাদতে মানুষকে সমস্ত দুনিয়াবী কাজ ছেড়ে আল্লাহর ঘর অর্থাৎ মসজিদে যেতে হয়। মানুষ তখন মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সাথেই অন্তর জুড়ে দেয়। আর কিছু দিন পর্যন্ত পূর্ণ একাগ্রতার সাথে যে বিশেষ সম্পর্ক ও কাইফিয়ত সৃষ্টি হয় সেটা সমস্ত ইবাদতের মধ্যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রাখে।

হযরত আতা খোরাসানী রহ. বলেন, ইতিকাফকারী ব্যক্তির উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত যে আল্লাহর দরবারে এসে পড়ে গেছে। আর বলছে: ইয়া আল্লাহ! যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাকে মাফ না করবেন, আমি এখান থেকে হটব না।[১]

---

১. বাদায়িউস সানায়ে ২: ১০৮

ইতিকাফের বৈশিষ্ট্য

ইতিকাফের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ইতিকাফ অবস্থায় থাকে তার প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদতের মধ্যে লেখা হয়। তার ঘুমানো, পানাহার, ও তার প্রতিটি কার্যকলাপ ইবাদতের মধ্যে গণ্য হয়।

মাসনূন ইতিকাফ ও তার হেকমত

আর পবিত্র রামাযানে মাসনূন ইতিকাফের এটাও একটা হেকমত যেন শেষ দশকে শবে কদর নসীব হয়ে যায়। শবে কদরের ফযীলত থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য ইতিকাফ অপেক্ষা উত্তম আর কোন পদ্ধতি নেই।

প্রত্যেক মুসলমান জানেন যে, মহান আল্লাহ শবে কদর নির্ধারিত করাকে লুকিয়ে রেখেছেন যাতে মুসলমানগণ শেষ দশকের প্রতিটি বেজোড় রাতে জাগ্রত থাকে। ইবাদতে মশগুল থাকে। সাধারণ অবস্থায় মানুষের জন্য রাতের প্রতিটা মুহূর্ত ইবাদতে ব্যয় করা খুবই কঠিন। কিন্তু মানুষ যদি ইতিকাফ অবস্থায় থাকে, তাহলে সে রাত্রে ঘুমালেও তাকে ইবাদতকারী হিসেবেই গণ্য করা হবে। আর এভাবে তার শবে কদরের একেকটা মুহূর্ত ইবাদতে ব্যয় করার ফযীলত হাসিল হবে। আর এই ফযীলত এতই বিশাল মর্যাদাসম্পন্ন যে, তার বিপরীতে দশ দিনের এই সামান্য মেহনত কিছুই নয়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইতিকাফের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাইতো তিনি প্রতি বছর রামাযান মাসের শেষ দশকে অত্যন্ত গুরুত্বসহ নিয়মিত ইতিকাফ করতেন।

ইতিকাফের গুরুত্ব

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

অর্থাৎ, উম্মত জননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযানের শেষ দশকে

ইন্তিকালের আগ পর্যন্ত নিয়মিত ইতিকাফ করতেন। পরবর্তীকালে তাঁর স্ত্রীগণও সেই দিনগুলোতে ইতিকাফ করতেন।[২]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো রামাযান মাসের ইতিকাফও করেছেন। বিশ দিনের ইতিকাফও করেছেন। আর দশ দিনের ইতিকাফ তো তিনি প্রতিবছরই করতেন। একবার বিশেষ কারণে তিনি রামাযান মাসে ইতিকাফ করতে পারেননি, তখন শাওয়াল মাসে দশদিন রোযা রেখে ইতিকাফ করেছেন।

একবার পবিত্র রামাযানে তিনি সফরের কারণে ইতিকাফ করতে পারেননি, ফলশ্রুতিতে পরের বছর রামাযান মাসে দশদিনের পরিবর্তে বিশদিন ইতিকাফ করেন।[৩]

শবে কদরের ব্যাপারে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা নির্দিষ্ট হয়নি যে, সেটা শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে হয়, ঐ সময়গুলোতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্ণ রামাযান ইতিকাফ করা প্রমাণিত।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَنْ كَانَ اِعْتَكَفَ مَعِيْ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ

অর্থাৎ “যে আমার সাথে ইতিকাফ করতে চায়, সে যেন শেষ দশকে ইতিকাফ করে।”[৪]

ইতিকাফের ফযীলতের জন্য এটাই কম কিসে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় এর পাবন্দী করেছেন। কখনোই এটাকে পুরোপুরি বাদ দেননি।

---

২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০৮

৩. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৮০৩

৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০২৭

ইতিকাফের ফযীলতসমূহ

مَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ، كُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ.

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এক দিন ইতিকাফ করবে, আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তি এবং জাহান্নামের মাঝে তিন খন্দক দূরত্ব সৃষ্টি করে দিবেন, যার দূরত্ব আসমান ও জমিনের মধ্যকার দূরত্বের চাইতেও বেশি হবে।"[৫]

২. অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

مَنِ اعْتَكَفَ عَشْرًا فِيْ رَمَضَانَ كَانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি রামাযান মাসে দশদিন ইতিকাফ করবে, সেটা দুটি হজ্ব ও দুটি উমরার সমতুল্য হবে।"[৬]

অবশ্য এ বর্ণনাটি সূত্রগত ভাবে দুর্বল।

৩. অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে–

إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ أَوْتَادًا، جُلَسَائُهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَإِنْ فَقَدُوْهُمْ سَأَلُوْا عَنْهُمْ، فَإِنْ كَانُوْا مَرْضٰى عَادُوْهُمْ وَإِنْ كَانُوْا فِيْ حَاجَةٍ أَعَانُوْهُمْ.

অর্থাৎ "আল্লাহর কতিপয় বান্দা মসজিদের জন্য পেরেক হয়ে যায় (অর্থাৎ সব সময় মসজিদে বসে থাকে) ফেরেশতাগণ হলেন এঁদের সঙ্গী, যদি এঁরা কখনো মসজিদে না থাকেন তখন ফেরেশতাগণ তাঁদের ব্যাপারে খোঁজখবর নেন। আর যদি তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন তবে ফেরেশতাগণ তাঁদের সেবা-শুশ্রূষা করেন। আর তাঁদের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁদেরকে সাহায্য করেন।"[৭]

---

৫. শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী, হাদীস নং ৩৪৭৯

৬. শুআবুল ঈমান, হাদীস নং ৩৪৮১

৭. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, হাদীস নং ৩৪৬১২

৪.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ: هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوْبَ وَيُجْرٰى لَهٗ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ইতিকাফকারী ব্যক্তি গুনাহসমূহ হতে সংরক্ষিত হয়ে যায়। আর তার সমস্ত নেকীসমূহ ঐভাবেই লেখা হয়, যেমনটি সে নিজে করলে লেখা হত।"[৮]

অতএব বুঝা গেল যে,যতদিন মানুষ ইতিকাফে থাকবে, গুনাহ থেকে হেফাযত থাকবে। আর যে গুনাহ সে বাইরে থেকে করত এখন সেটা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, বাইরে থাকাবস্থায় সে যে সব নেক কাজ করত, ইতিকাফ অবস্থায় যদিও সেগুলো করতে পারছে না, কিন্তু তারপরও তার আমলনামায় সেগুলোর সাওয়াব নিয়মিত যোগ হতে থাকবে।

উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যক্তি রোগীর সেবা শুশ্রূষা করত অথবা গরীব মানুষের সহযোগিতা করত, অথবা কোন আলেম বা বুযুর্গের মজলিসে যেত, কিংবা তালীম ও তাবলীগের জন্য কোথাও যেত, এখন ইতিকাফের কারণে এ কাজগুলো করতে পারছে না, তো সেই ব্যক্তি এই সব নেক কাজের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে না, বরং যথারীতি এমন সওয়াব সে পাবে যেমনটি পেত নিজে নেক আমল করলে।

৮. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৭১৮

ইতিকাফ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ

এখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইতিকাফের গুরুত্ব সংক্রান্ত কিছু হাদীস সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা হচ্ছে :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. হতে বর্ণিত, “প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল এর আগ পর্যন্ত প্রতি রামাযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। পরবর্তীতে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ ইতিকাফ করতেন।”[৯]

এ হাদীসে পাকের দ্বারা ইতিকাফের গুরুত্ব বুঝা গেল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত ইতিকাফ করতেন। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মানিতা স্ত্রীগণের ইতিকাফের বিবরণও ইনশাআল্লাহ মাসায়িলে ইতিকাফের শেষে বিস্তারিতভাবে আসছে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِيْ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمَكَانَ الَّذِيْ كَانَ يَعْتَكِفُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। হাদীসের বর্ণনাকারী ‘নাফে রহ. বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. আমাকে মসজিদের ঐ স্থানও দেখিয়েছেন যেখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ করতেন।[১০]

---

৯. সহীহ বুখারী, রামাযানের শেষ দশকের ইতিকাফ অধ্যায়, হাদীস নং ১৯০৮

১০. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৭১

ইতিকাফকারী ব্যক্তির মসজিদে বিছানা বিছানো

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ اِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ أَوْ يَوْضَعُ لَهُ سَرِيْرُهُ وَرَاءَ اُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ.

হযরত আবদুল্লাহু ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত, "প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইতিকাফ করতেন, তখন তাওবা খুঁটির পিছনে তার বিছানা বিছিয়ে দেয়া হত। অথবা চৌকি রেখে দেয়া হত।"[১১]

ফায়েদা : তাওবা খুঁটি মসজিদে নববীর ঐ খুঁটি, যাকে "উস্তুয়ানায়ে আবূ লুবাবাও" বলা হয়। এখানেই সাহাবী হযরত আবূ লুবাবার তাওবা কবূল হয়েছিল। এর পিছনের যে স্থানটি সেখানেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিছানা মুবারক ইতিকাফের সময় বিছিয়ে দেওয়া হত। অথবা চৌকি রেখে দেয়া হত। বর্তমানে এখানে একটি স্তম্ভ আছে যাকে "উস্তুয়ানায়ে সারীর" বলা হয়। আর এই নামটি ঐ স্তম্ভের উপর লেখাও আছে। এই স্তম্ভটি রওযা শরীফের পশ্চিম পার্শ্ব সংলগ্ন।

যাই হোক, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, ইতিকাফের জন্য মসজিদের মধ্যে বিছানা বিছানো জায়েয। আর যদি কারো বিছানায় শুয়ে ঘুম না আসে তাহলে সে চৌকিও ফেলতে পারে। তবে উত্তম এটাই যে, কয়েকদিনের জন্য এত বেশি আয়োজন না করা। বরং সাদাসিধাভাবে ফরাশ বা বিছানায় শুয়ে পড়া।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু নবী ছিলেন এজন্য তিনি অনেক কাজ শুধু এ কারণেই করেছেন যাতে উম্মাতও বুঝতে পারে যে, সেটা জায়েয। মূলত এজন্যই তিনি চৌকি ফেলে সেটার বৈধতা বুঝিয়েছেন।

---

১১. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৭৭৪

কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের জন্য উত্তম এটাই যে বিছানায় শোয়ার ব্যবস্থা করবে। তবে কোন অপারগতা থাকলে সেটা ভিন্ন কথা।

এ হাদীসে পাকের দ্বারা এটাও প্রমাণিত হল যে, যদি কোন ব্যক্তি প্রতি বছর মসজিদের কোন এক স্থানেই ইতিকাফ করে, তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই। অবশ্য কোন স্থানকে ইতিকাফের জন্য এমনভাবে নির্দিষ্ট করাও ঠিক নয় যে, ব্যস শুধু ঐ স্থানেই ইতিকাফ করবে।

দ্বিতীয়ত এর জন্য এমন কোন ব্যক্তিকে ঐ স্থান হতে হটিয়ে দেয়াও জায়েয নেই যিনি পূর্ব থেকে ঐ স্থানে ইতিকাফের ব্যবস্থাপনা করে সেখানে বসে পড়েছেন।

ইতিকাফ যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, এজন্য এখানে বিশেষ কোন স্থান দখল করার জন্য লড়াই ঝগড়া করা অথবা কোন মুসলমানকে কষ্ট বা ব্যথা দেয়া কোনভাবেই জায়েয নেই।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের মসজিদে ইতিকাফ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِيْ كُلِّ رَمَضَانَ، وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيْهِ قَالَ: فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَهَا فَضَرَبَتْ فِيْهِ قُبَّةً، فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ، فَضَرَبَتْ قُبَّةً، وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا، فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرٰى، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدَاةِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ، فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ، فَقَالَ: مَا حَمَلَهُنَّ عَلٰى هٰذَا؟ آلْبِرُّ؟ إِنْزِعُوْهَا فَلَا أَرَاهَا. فَنُزِعَتْ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِيْ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِيْ آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ.

হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রামাযানে ইতিকাফ করতেন। ফজরের নামাযের পর ইতিকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন। বর্ণনাকারী

বলেন, হযরত আয়েশা রাযি. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ইতিকাফের অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিয়ে দেন। ফলে তিনি মসজিদে একটি তাঁবু স্থাপন করেন। হযরত হাফসাও রাযি. এটা শুনতে পেরে একটি তাঁবু স্থাপন করেন। হযরত যাইনাব রাযি. শুনলে তিনিও একটি তাঁবু স্থাপন করেন। পরবর্তীতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর দেখলেন যে, চারটি তাঁবু স্থাপিত, (একটি তাঁর ও বাকি তিনটি তাঁর তিন সহধর্মিণীর) তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাঁর স্ত্রীদের ব্যাপারে বলা হল যে, এগুলো তাঁদের তাঁবু। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাঁরা এমনটি কেন করেছে? নেকীর জন্য? এসব তাঁবু বের করে দাও। আমি যেন আর এগুলো না দেখি। ফলশ্রুতিতে তাঁবুগুলো উঠিয়ে দেয়া হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ রামাযানে নিজেও ইতিকাফ করেননি। বরং শাওয়ালের শেষ দশকে ইতিকাফ করেছেন।”[১২]

এ হাদীসে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরুতে হযরত আয়েশা রাযি. কে ইতিকাফের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন অন্যান্য স্ত্রীগণ তাঁবু স্থাপন করলেন, তখন সকলকে নিষেধ করে দিলেন।

বাহ্যত এর কারণ এমনটি মনে হয় (মহান আল্লাহই সব থেকে বেশি জানেন) যে, যেহেতু হযরত আয়েশা রাযি. এর ঘর মসজিদের সাথে এত বেশি সংলগ্ন ছিল যে, সেটার দরওয়াজা মসজিদেই খুলত। এজন্য যদি তিনি নিজ বাসার দরওয়াজার সাথেই মসজিদে পর্দা লাগিয়ে ইতিকাফ করতেন তাহলে বিভিন্ন প্রয়োজনে তাকে বারবার পুরুষ মানুষের সামনে দিয়ে মসজিদে যাতায়াত করতে হত না। বরং এমনই হত কেমন যেন তিনি নিজ ঘরে ইতিকাফ করছেন।

---

১২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০৪১

কিন্তু এর বিপরীতে অন্যান্য স্ত্রীদের ঘরগুলো কিছুটা দূরত্বে ছিল। এজন্য যদি তাঁরা মসজিদে ইতিকাফ করতেন, তাহলে তাঁদেরকে বারবার মসজিদের ভিতর দিয়ে নিজ ঘরে প্রবেশ করতে হত অথচ মহিলাদের জন্য এটা কোন নেকীর কাজ নয়।

কিন্তু যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য স্ত্রীদের তাঁবু উঠিয়ে দিয়েছেন, তখন হযরত আয়েশা রাযি. এর তাঁবুও উঠিয়ে দিয়েছেন। যাতে অন্যান্য স্ত্রীদের কোন অভিযোগ না থাকে। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও ইতিকাফ করেননি। যাতে হযরত আয়েশা রাযি. এর মনে কষ্ট না থাকে।

পরবর্তীতে স্বয়ং শাওয়াল মাসে ইতিকাফ করে এর ক্ষতিপূরণ করেছেন।

এভাবে এ আমলের মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর হক থেকে নিয়ে পুণ্যবতী স্ত্রীগণ পর্যন্ত সকলের হকের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। সুবহানাল্লাহ।

ইতিকাফকারী ব্যক্তির পর্দা করা

যাই হোক, এই হাদীস দ্বারা অনেক উপকার অর্জিত হয়েছে। একে তো এটা জানা গেল যে, ইতিকাফের জন্য পর্দা ইত্যাদি লাগিয়ে কোন স্থান ঘিরে নেয়া জায়িয। সামনে যে হাদীস আসছে এর দ্বারা এটাও জানা যায় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য একটি তুর্কী তাঁবু লাগানো হয়েছিল।

অবশ্য এই স্থান ঘিরে ফেলা শুধুমাত্র ঐ সময়েই জায়িয যখন অন্য মুসল্লী বা ইতিকাফকারীদের এর দ্বারা কষ্ট না হয়। নতুবা কোন স্থান ঘেরাও করা ব্যতীত ইতিকাফ করবে। তাইতো কোন কোন আলেম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র স্ত্রীগণের তাঁবুসমূহ উঠিয়ে দেয়ার একটি হেকমত এটাও বর্ণনা করেছেন যে, তাঁবুসমূহের আধিক্যের দরূন মসজিদ সংকীর্ণ হয়ে পড়ার আশংকাও সৃষ্টি হয়েছিল।

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ইতিকাফ

হাদীসে পাকের দ্বারা দ্বিতীয় যে বিষয়টি জানা গেল সেটা হচ্ছে এই যে, মহিলাদের জন্য স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ইতিকাফ করা অনুচিত। তারা এমনটি করলে স্বামীর জন্য ইতিকাফ ভেঙ্গে দেয়ারও অধিকার আছে।

উপরন্তু স্বামী অনুমতি দেওয়ার পর যদি ইতিকাফ না করার মধ্যে কল্যাণ মনে করে, তাহলে সাবেক অনুমতি থেকে রুজু করাও জায়িয। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, এভাবে ইতিকাফ আরম্ভ করার পর ভেঙ্গে ফেললে ঐ দিনের ইতিকাফের কাযা ওয়াজিব হবে যে দিনের ইতিকাফ ভেঙ্গেছে। তবে হ্যাঁ যদি ইতিকাফ আরম্ভ না করে, তাহলে কাযা ওয়াজিব হবে না।

উল্লেখিত হাদীসের বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা এমনই মনে হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণও ইতিকাফ আরম্ভ করেননি।

মহিলাদের মসজিদে ইতিকাফ

তৃতীয় যে বিষয়টি জানা গেল সেটা এই যে, মহিলাদের মসজিদে ইতিকাফ করা অনুচিত। কিন্তু যদি কোন মহিলা যার বাসা একেবারে মসজিদ সংলগ্ন, এমনভাবে পর্দার সাথে মসজিদে ইতিকাফ করেন যে, তার মসজিদ থেকে বাইরে বের হওয়ার প্রয়োজন হয় না আর আশেপাশেও কোন পুরুষ মানুষ নেই। তাহলে তিনি নিজ স্বামীর সাথে ইতিকাফ করতে পারবেন। কিন্তু তারপরও সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থা এটাই যে, মহিলাগণ নিজ নিজ ঘরেই ইতিকাফ করবেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইতিকাফের বিস্তারিত বিবরণ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্ণ মাস ইতিকাফ

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتكف الْعَشْرَ الأَوَّل مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اِعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَط فِيْ قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ ثُمَّ اَطْلَعَ رَأْسَهٗ فَقَالَ: إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ اَلْتَمِسُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَط ثُمَّ اُتِيْتُ فَقِيْلَ إِنَّهٗ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، وَقَدْ رَأَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِيْ أَسْجُدُ فِيْ صَبِيْحَتِهَا فِيْ مَاءٍ وَطِيْنٍ، فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوْهَا فِيْ كُلِّ وِتْرٍ.

قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَأُمْطِرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلٰى عَرِيْشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْصَرَفَ إِلَيْنَا وَعَلٰى جَبْهَتِهٖ وَأَنْفِهٖ أَثْرُ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ مِنْ صَبِيْحَةِ إِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ.

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযানের প্রথম দশকে ইতিকাফ করেন। এরপর মাঝের দশকে ইতিকাফ করেন। এরপর তুর্কী তাঁবু হতে মাথা বের করেন এবং বলেন : "আমি শবে কদরের তালাশের উদ্দেশ্যে প্রথম দশকে ইতিকাফ করেছি। অতঃপর ঐ উদ্দেশ্যেই দ্বিতীয় দশকের ইতিকাফও করেছি। অতঃপর আমার কাছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ পয়গাম আসল যে, শবে কদর শেষ দশকে। অতএব যে আমার সাথে ইতিকাফ করতে চায় সে যেন শেষ দশকে ইতিকাফ করে। কেননা আমাকে প্রথমে শবে কদর দেখানো হয়েছিল। অতঃপর সেটা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, শবে

কদরের ভোরে পানি ও কাদার মধ্যে সেজদা করছি, অতএব এখন তোমরা রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রে শবে কদর অনুসন্ধান করবে"।

বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, ঐ রাতেই বৃষ্টিপাত হল। মসজিদ ছিল ছাপড়ার। এজন্য পানি টপকে টপকে পড়ছিল। ফলশ্রুতিতে একুশ তারিখের সকালে আমার চক্ষুদ্বয় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন অবস্থায় দেখেছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কপাল মুবারক ও নাকের উপর পানি ও কাদার চিহ্ন ছিল।[১৩]

এ হাদীসে পাকের দ্বারা জানা গেল যে, রামাযান শরীফে ইতিকাফের প্রকৃত উপকারিতা হল শবে কদর হাসিল করা। তাইতো যতক্ষণ পর্যন্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এটা জানানো হয়নি যে, শবে কদর শেষ দশকে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শবে কদরের অনুসন্ধানে প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে ইতিকাফ অব্যাহত রেখেছেন। অবশেষে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জানিয়ে দেয়া হল যে, শবে কদর শেষ দশকে আসছে, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ দশকের বর্ধিত ইতিকাফ নিজেও করেছেন এবং অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

এ বছর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এটাও বলে দেয়া হয়েছিল যে, শবে কদর ঐ রাতে হবে যার সকালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি ও কাদার মধ্যে সেজদা করবেন। অর্থাৎ বৃষ্টির কারণে মাটি ভিজা হবে।

ফলশ্রুতিতে একুশের রাতে বৃষ্টি হয়েছে এবং সকালের নামাযে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ভিজা জমিনেই সেজদা করেছেন।

---

১৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০২৭

এভাবে নির্ধারিত হয়ে গেল যে, শবে কদর ঐ বছর একুশের রাতে এসেছিল। কিন্তু এর মর্ম এটা নয় যে, ভবিষ্যতেও সব সময় একুশের রাতেই শবে কদর হবে। বরং নির্ভরযোগ্য মত এটাই যে, শবে কদর শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে।

এ হাদীস দ্বারা এটাও জানা গেল যে, সেজদা করার সময় কপালকে মাটি বা কাদা থেকে বাঁচানোর জন্য খুব বেশি উদ্যোগী হওয়ার প্রয়োজন নেই। অল্প মাটি বা কাদা যদি কপালে লেগে যায়, তো এতে কোন অসুবিধা নেই।

আর অত্র হাদীসে আসল চিন্তা-ভাবনার ব্যাপার হল এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও সমস্ত গুনাহ থেকে নিষ্পাপ ছিলেন এবং তাঁর মর্যাদা অনেক উচ্চে ছিল এতদসত্ত্বেও শবে কদরের মর্যাদা লাভ করার জন্য তিনি এত বেশি পরিশ্রম করেছেন যে, পুরো মাস ইতিকাফ অবস্থায় কাটিয়ে দিয়েছেন।

আমরা তো এ ফযীলতের আরো বেশি মুখাপেক্ষী, এজন্য আমাদের এ ব্যাপারে আরো বেশি তৎপর থাকা উচিত।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইতিকাফ অবস্থায় তেল লাগানো

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِيْ إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদে বসে নিজ মাথা মুবারক আমার দিকে ঝুঁকিয়ে দিতেন। আর আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথার চুল আঁচড়ে দিতাম। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্য ইতিকাফ অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করতেন না।”[১৪]

১৪. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৭

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে মসজিদে থাকতেন এবং হযরত আয়েশা রাযি. নিজ ঘরে থাকতেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ থেকে নিজ মাথা সামান্য বের করে হযরত আয়েশা রাযি. এর মাধ্যম চুল মুবারক আঁচড়ে নিতেন।

আবূ দাউদ শরীফের এক বর্ণনায় আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে মাথাও ধৌত করাতেন। অন্য বর্ণনায় আছে, মাথা ধোয়ানোর সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আয়েশা রাযি. এর মাঝে শুধুমাত্র দরওয়াজার চৌকাঠ প্রতিবন্ধক হিসেবে থাকত।[১৫]

আবূ দাউদ ও মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার বর্ণনাসমূহ দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, অনেক সময় মাথা ধোয়ার সময় বা চুল আঁচড়ানোর সময় হযরত আয়েশা রাযি. এর মাসিক ঋতুস্রাবের হালতও হত।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْغِيْ إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهْوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে থাকা অবস্থায় আমার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন। আমি তাঁর চুল আঁচড়ে দিতাম। অথচ তখন আমার মাসিক স্রাব চলছে।"[১৬]

এভাবে এ হাদীস দ্বারা নিম্নে বর্ণিত মাসআলাগুলো জানা গেল।

১. ইতিকাফকারীর জন্য চুল আঁচড়ানো ও মাথা ধৌত করা জায়িয। কিন্তু শর্ত হল নিজে মসজিদে থাকতে হবে। আর পানি মসজিদের বাইরে ফেলতে হবে। অন্যের মাধ্যমেও একাজ করানো যায়। এবং এমন ব্যক্তির মাধ্যমেও করানো যায় যিনি মসজিদের বাইরে অবস্থান

---

১৫. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৩:৯৪

১৬. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০২৮

করছেন। কোন মহিলার মাধ্যমেও একাজ করানো যেতে পারে। চাই তিনি ঋতুবতীও হন না কেন।

২. ইতিকাফকারীর শরীরের কিছু অংশ যদি মসজিদের বাইরে বের হয়ে যায়, তবে এর দ্বারা ইতিকাফ ভাঙ্গেনা। শর্ত হল শরীরের শুধুমাত্র এ পরিমাণ অংশ বাইরে থাকবে যে, দর্শক এর দ্বারা পুরো মানুষটিকে মসজিদের বাইরে থাকা বুঝবেন না।

৩. প্রাকৃতিক প্রয়োজন তথা পেশাব-পায়খানার জন্য ইতিকাফকারী নিজের ঘরে যেতে পারে।

এ সমস্ত মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ "মাসায়িলে ইতিকাফ" শিরোনামের অধীনে আসবে।

ইতিকাফ অবস্থায় রোগীর শুশ্রুষার পদ্ধতি

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالْمَرِيْضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ.

হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ অবস্থায় কোন রোগীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় থামতেন না। আর রাস্তা থেকে হাঁটা ব্যতীত চলতে ফিরতে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন।"[১৭]

উদ্দেশ্য হল, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসতিন্জার জন্য মসজিদের বাইরে গমন করতেন এবং কোন রোগীর পাশ দিয়ে গমন করতেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেয়ার জন্য স্বীয় রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াতেন না এবং রোগীর কাছে অবস্থানও করতেন না বরং হাঁটতে হাঁটতে তার স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নিয়ে নিতেন।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ইতিকাফকারী কোন শরীয়তসম্মত ওযরের কারণে বাইরে বের হলে তার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত

১৭. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৪৭২

সামান্য একটি মুহূর্তও বাইরে অবস্থান করা উচিত নয়। সেখানে পথে চলতে চলতে কারো সাথে কোন কথা বললে বা রোগীর স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নিলে সেটা জায়িয আছে। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে থামা বা রাস্তা পরিবর্তন করা জায়িয নেই। তাইতো হযরত আয়েশাও রাযি. এ আমলই করতেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: اَلسُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُوْدَ مَرِيْضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ.

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, "ইতিকাফকারীর জন্য সঠিক পন্থা হচ্ছে এই যে, সে কোন রোগীর খোঁজ-খবর নিতেও যাবে না। কোন জানাযাতেও শরীক হবে না। কোন নারীকেও স্পর্শ করবে না। তার সাথে সহবাসও করবে না। আর একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত বাইরেও বের হবে না।"[১৮]

এ হাদীসে পাকে হযরত আয়েশা রাযি. ঐ সব কাজের বিবরণ পেশ করেছেন যা ইতিকাফ অবস্থায় নিষিদ্ধ। এসবের বিস্তারিত বিধি-বিধান ইনশাআল্লাহ "মাসায়িলে ইতিকাফ" শিরোনামে সামনে আসবে।

গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা সমৃদ্ধ একটি হাদীস

أَنَّ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَائَتْ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُوْرُهُ فِي اعْتِكَافِهٖ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهٗ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا يَقْلِبُهَا حَتّٰى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلٰى رِسْلِكُمَا

---

১৮. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৪৭৩

إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَإِنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا.

হযরত সাফিয়্যা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদে আসি। এটা রামাযানের শেষ দশকের কথা। কিছুক্ষণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বসে কথাবার্তা বলি। এরপরে ঘরে ফেরার জন্য দাঁড়াই। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমার সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। এমনকি মসজিদের দরওয়াজায় হযরত উম্মে সালামা রাযি. এর দরওয়াজার কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। তখন দুজন আনসারী সাহাবী পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে বললেন, তোমরা একটু দাঁড়াও। এই মহিলাটি হল আমার স্ত্রী সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই। অন্য কেউ নন। সাহাবী দু'জন হতবাক হয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ, ব্যাপারটা তাঁদের কাছে ভারী মনে হল। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের এতই নিকটবর্তী যেমনটি মানুষের রক্ত মানুষের নিকটবর্তী। আমার আশংকা হচ্ছিল শয়তান তোমাদের অন্তরে কোন কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে কিনা।"[১৯]

এ হাদীসটি অনেকগুলো উপকারিতায় সুসমৃদ্ধ। ১. এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ইতিকাফ অবস্থায় যদি কেউ সাক্ষাত করতে আসে, তবে তার সাথে কথা বলতে কোন অসুবিধা নেই। অবশ্য এটা লক্ষ্য রাখা দরকার যেন কোন অনর্থক কথাবার্তা না হয়।

২. এটাও জানা গেল যে, ইতিকাফকারীর সাথে সাক্ষাতের জন্য ঘরের কোন মহিলা আসলে সেটার অনুমতি আছে। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যেন পর্দার পূর্ণ ব্যবস্থা থাকে। দ্বিতীয়ত এমন সময়ে

১৯. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০৩৫

আসবে যখন অন্য পুরুষদের মুখোমুখি হওয়ার আশংকা কম থাকে। বেপর্দা অবস্থায় নির্লজ্জের মত মসজিদে আসার কোন বৈধতা অত্র হাদীসে পাকের দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

৩. এটাও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি সাক্ষাতের জন্য আসলে তাকে দরওয়াজা পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য তার সাথে যাওয়া জায়িয। কিন্তু মসজিদের বাইরে বের হবে না।

৪. এটাও জানা গেল যে, ইতিকাফকারী ইতিকাফ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে নির্জনে কথাবার্তা বলতে পারেন। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী সুলভ বিশেষ আচরণ করা জায়িয নেই। যেমনটি মাসায়িলে ইতিকাফে এর বিবরণ আসছে। হযরত আয়েশা রাযি. এর পূর্ববর্তী হাদীস দ্বারাও এটাই বুঝে আসে।

৫. হযরত সাফিয়্যা রাযি. যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বের হয়ে গিয়েছিলেন আর পর্দায় থাকার কারণে অপরিচিত মানুষের জন্য তাঁকে চেনা মুশকিল ছিল, এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারী সাহাবীদ্বয়কে বাতলে দিয়েছেন যে, এ মহিলাটি হল তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী সাফিয়্যা রাযি.।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সাহাবায়ে কিরাম রাযি. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারে কোন কুধারণা কল্পনাও করতেন না। কিন্তু নিজ আমল দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি যত বড়ই হোক না কেন, তাকে অপবাদের ক্ষেত্রসমূহ হতে সাবধান থাকা উচিত এবং প্রত্যেক ঐ স্থানে বিষয়টা স্পষ্ট করে দেয়া উচিত যেখানে তার ব্যাপারে কুধারণার আশংকা আছে।

সাথে সাথে এটাও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে কুধারণা দূর করার জন্য কোন কথা বললে এটা শুধু জায়িযই নয় বরং উত্তম।

বিশ্ববিখ্যাত হাদীস বিশারদ হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, বিশেষভাবে উলামায়ে কেরাম ও অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা দরকার। কেননা সাধারণ মানুষের অন্তরে তাঁদের ব্যাপারে মন্দ ধারণা সৃষ্টি হয়ে গেলে তারা তাঁদের থেকে দ্বীনী ফায়েদা হাসিল করতে পারবে না।

৬. এ হাদীস দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের সুসম্পর্কও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইতিকাফ অবস্থাতেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য দরওয়াজা পর্যন্ত তাঁদেরকে পৌঁছে দিয়েছেন।

ইতিকাফের মান্নত করা

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعِرَّانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّيْ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ اَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَكَيْفَ تَرى؟ قَالَ: اِذْهَبْ فَاعْتَكِفْ يَوْمًا قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطَاهُ جَارِيَةً مِنَ الْخُمُسِ فَلَمَّا أَعْتَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا النَّاسِ سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَصْوَاتَهُمْ يَقُوْلُوْنَ أَعْتَقَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ فَقَالُوْا أَعْتَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا النَّاسِ فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللّٰهِ، إِذْهَبْ إِلٰى تِلْكَ الْجَارِيَةِ فَخَلِّ سَبِيْلَهَا.

অর্থাৎ হযরত উমর রাযি. একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর জিয়িররানাহ নামক স্থানে ছিলেন জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জাহেলী যুগে মসজিদে হারামে একদিন ইতিকাফের মান্নত করেছিলাম। এখন এ ব্যাপারে আপনার কী অভিমত? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যাও এবং একদিন ইতিকাফ কর।

বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার আব্বা হযরত উমর রাযি. কে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হতে একটি দাসী দান করেছিলেন। তো যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হুনাইনের যুদ্ধে) ক্রীতদাসী মহিলা ও ক্রীতদাস পুরুষদেরকে মুক্ত করে দেন, তখন হযরত উমর রাযি. ইতিকাফের সময় তাদের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তারা বলাবলি করছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আমাদেরকে স্বাধীন করে দিয়েছেন? হযরত উমর রাযি. মানুষদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? লোকেরা বলল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রীতদাস ও দাসীদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এই প্রেক্ষিতে আমার আব্বা হযরত উমর রাযি. আমাকে বললেন, "আবদুল্লাহ! তুমি ঐ দাসীর কাছে যাও এবং তাকেও স্বাধীন করে দাও।"[২০]

ফায়েদা : সাধারণ নিয়ম হল এই যে, কুফর অবস্থায় কেউ কোন কিছুর মান্নত করলে ইসলাম গ্রহণের পর সেটাকে পুরা করা ওয়াজিব হয় না। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর রাযি. কে মান্নত পুরা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা সেটা একটা ভালো কাজ ছিল যদিও সেটা ওয়াজিব নয়। কিন্তু সাওয়াবের উপলক্ষ তো অবশ্যই ছিল।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, যখন কুফর অবস্থায় কৃত মান্নত পুরা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তখন ইসলামের হালতে যদি কেউ ইতিকাফের মান্নত করে, তাহলে তো সেটা পুরা করা আরো বেশি জরূরী হবে।

সুতরাং এই হাদীসে পাকের দ্বারা মান্নত ইতিকাফের মূলসূত্র পাওয়া গেল এবং এর দ্বারা এটাও জানা গেল যে, এক দিনের ইতিকাফের মান্নত করাও জায়িয।

---

২০. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৫৬

জিয়িররানাহ মক্কা মুকাররামাহ থেকে কিছুটা দূরে তায়েফের পথে একটি স্থান। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এখান থেকে রাত্রিবেলা মক্কা মুকাররামাহ গমন করে উমরাহ করেছিলেন। মসজিদে হারাম যেহেতু এখান থেকে নিকটবর্তী ছিল, এজন্য হযরত উমর রাযি. এ মাসআলা জিজ্ঞেস করেছেন। অতঃপর গিয়ে ইতিকাফ করেছেন।

এ হাদীসের দ্বারা এটাও জানা গেল যে, ইতিকাফকারীর জন্য মসজিদের বাইরের অবস্থা সম্পর্কে মানুষদেরকে জিজ্ঞাসা করা জায়িয। কেননা হযরত উমর রাযি. আজাদকৃত দাস-দাসীদের শোরগোল শুনে নিজপুত্র আবদুল্লাহ রাযি. থেকে এর বৃত্তান্ত শুনেছিলেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আজাদকৃত দাস-দাসীগণ মক্কা মুকাররামার অলি-গলিতে আনন্দের আতিশয্যে ছুটাছুটি করছিল। এই প্রেক্ষিতে হযরত উমর রাযি. তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন।

এছাড়া এই হাদীস দ্বারা এটাও জানা গেল যে, ইতিকাফ অবস্থায় দাস বা দাসী মুক্ত করা এবং এ জাতীয় অন্যান্য ব্যাপার যেমন বিবাহ-তালাক ইত্যাদি জায়িয।

মাসায়িলে ইতিকাফ অধ্যায়

ইতিকাফের হাকীকত বা স্বরূপ হচ্ছে এই যে, মানুষ কিছু সময়ের জন্য অবস্থানের নিয়্যতে মসজিদে মুকীম হয়ে যাবে। এর জন্য কোন সময়সীমা নির্ধারিত নেই। যে পরিমাণ সময় মসজিদে ইতিকাফের নিয়্যতে অবস্থান করবে নফল ইতিকাফ হিসেবে গণ্য হবে।

অবশ্য রামাযানুল মুবারকে যে ইতিকাফ সুন্নাত, তার জন্য দশ দিনের সময়সীমা নির্ধারিত আছে। এর থেকে কমে সুন্নাত আদায় হবে না। অনুরূপভাবে ওয়াজিব ইতিকাফ অর্থাৎ যেটার মান্নত করা হয়েছে, সেটা একদিন এক রাতের কম হতে পারবে না।[২১]

ইতিকাফের শর্তসমূহ

ইতিকাফের জন্য জরুরী হল মানুষ মুসলমান হতে হবে। সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হতে হবে। অতএব কাফের ও পাগলের ইতিকাফ শুদ্ধ হবে না। অবশ্য অপ্রাপ্তবয়স্ক বুঝমান শিশু যেমনিভাবে নামায রোযা আদায় করতে পারে, তেমনিভাবে ইতিকাফও করতে পারে। তবে রামাযানের শেষ দশকে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর ইতিকাফ করার দ্বারা মহল্লাবাসীর দায় মুক্তি হবে না, বরং দায়মুক্তির জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের ইতিকাফ জরুরী।[২২]

মহিলাগণও নিজ ঘরে ইবাদতের সুনির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে সেখানে ইতিকাফ করতে পারবেন। অবশ্য এর জন্য স্বামী থেকে অনুমতি নেয়া জরুরী। এর পাশাপাশি তাদেরকে হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া জরুরী।[২৩]

ওয়াজিব ও সুন্নাত ইতিকাফে শর্ত হল মানুষ রোযাদার হতে হবে।[২৪] অতএব যে ব্যক্তি রোযা রাখেননি তিনি ইতিকাফ করতে পারবেন না। অবশ্য নফল ইতিকাফের জন্য রোযা শর্ত নয়।[২৫]

---

২১. বাদায়িউস সানায়ে ২:১০৮

২২. আল বাহরুর রায়িক ২:৩২২ ও ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়্যাহ ৫:২০৬

২৩. ফাতাওয়ায়ে শামী, ইতিকাফ অধ্যায় ৩:৪৩০

২৪. বাদায়িউস সানায়ে ২:২৭২-২৭৪

২৫. ফাতাওয়ায়ে শামী, ইতিকাফ অধ্যায় ২:৪৪২

ইতিকাফের স্থান

পুরুষদের ইতিকাফ স্রেফ মসজিতেই হতে পারে। ইতিকাফের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হল মক্কা মুকাররামার মসজিদে হারাম। দুই নম্বরে মসজিদে নববী। তিন নম্বরে মসজিদে আকসা বা বাইতুল মুকাদ্দাস। চতুর্থ নাম্বারে যে কোন জামে মসজিদ। আর জামে মসজিদে ইতিকাফ উত্তম হওয়ার কারণ হল জুমুআর জন্য আর কোথাও যেতে হবে না। কিন্তু জামে মসজিদে ইতিকাফ করা জরূরী নয় বরং প্রত্যেক ঐ মসজিদে ইতিকাফ হতে পারে যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায হয়। কিন্তু যদি মসজিদটি এমন হয়, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায হয় না, তাহলে সেক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য আছে। মুহাক্কিক আলেমগণের মতে এমন মসজিদেও ইতিকাফ হতে পারে যদিও উত্তম নয়।[২৬]

ইতিকাফ তিন প্রকার

১. সুন্নাত ইতিকাফ : এটা ঐ ইতিকাফ যেটা রামাযানুল মুবারকের শেষ দশকে একুশের রাত হতে ঈদের চাঁদ দেখা পর্যন্ত করা হয়। যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর এ দিনগুলোতে ইতিকাফ করতেন এজন্য এটাকে "সুন্নাত ইতিকাফ" বলা হয়।[২৭]

২. নফল ইতিকাফ : ঐ ইতিকাফ যেটা যে কোন সময় করা যায়।[২৮]

৩. ওয়াজিব ইতিকাফ : ঐ ইতিকাফ যেটা মান্নত করার কারণে ওয়াজিব হয়ে গেছে, অথবা কোন সুন্নাত ইতিকাফকে নষ্ট করার কারণে সেটার কাযা ওয়াজিব হয়ে গেছে।

যেহেতু এই তিন প্রকারের বিধি-বিধান ভিন্ন ভিন্ন। এজন্য প্রত্যেকটার মাসআলা নিম্নে পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

---

২৬. ফাতাওয়ায়ে শামী ২:৪৪২; আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৪৯৮

২৭. আল বাহরুর রায়িক, ইতিকাফ অধ্যায় ২:৪২১

২৮. বাদায়িউস সানায়ি ২:১০৯

সুন্নাত ইতিকাফের বিধি-বিধান

রামাযানুল মুবারকের শেষ দশকে যে ইতিকাফ করা হয় সেটা হল সুন্নাত ইতিকাফ। এই ইতিকাফের সময় বিশতম রোযা পূর্ণ হওয়ার দিন সূর্য ডুবার পর থেকে আরম্ভ হয়। এবং ঈদের চাঁদ উঠা পর্যন্ত বাকী থাকে। যেহেতু এই ইতিকাফের সূচনা একুশ তারিখের রাত থেকে আরম্ভ হয় আর রাত শুরু হয় সূর্য ডুবার পর থেকে। এজন্য ইতিকাফকারীর উচিত বিশতম রোযার দিনে মাগরিবের এ পরিমাণ সময় পূর্বে মসজিদের সীমানায় পৌঁছে যাওয়া যেন সূর্য ডুবাটা মসজিদে হয়।

রামাযানুল মুবারকের শেষ দশকের এই ইতিকাফ "সুন্নাতে মুআক্কাদাহ আলাল কিফায়াহ" অর্থাৎ মহল্লার কোন একজন মানুষও যদি ইতিকাফ করে ফেলেন, তাহলে পুরো মহল্লাবাসীর পক্ষ থেকে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি পুরো মহল্লার মধ্য থেকে একজনও ইতিকাফ না করেন, তাহলে পুরো মহল্লাবাসীর উপর সুন্নাত বর্জনের গুনাহ হবে।[২৯]

মহল্লাবাসীর দায়িত্ব

এর দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এটা প্রত্যেক মহল্লাবাসীর দায়িত্ব যে, তারা পূর্ব থেকেই খোঁজ খবর নিবে আমাদের মসজিদে কেউ ইতিকাফে বসছে কিনা? যদি কেউ বসে না থাকে, তাহলে ফিকির করে কাউকে বসাবে। কিন্তু কাউকে পারিশ্রমিক দিয়ে ইতিকাফে বসানো জায়িয নেই। কেননা ইবাদতের জন্য পারিশ্রমিক দেয়া ও নেয়া উভয়টি নাজায়িয।[৩০]

যদি মহল্লাবাসীদের মধ্যে কোন একজন মানুষও কোন অপারগতার কারণে ইতিকাফ করার জন্য প্রস্তুত না হয়, তাহলে অন্য

---

২৯. আল বাহরুর রায়িক, ইতিকাফ অধ্যায় ২:৪২১

৩০. ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী; ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়্যাহ ১৭:২৮

কোন মহল্লার মানুষকে নিজেদের মসজিদে ইতিকাফের জন্য প্রস্তুত করবে। অন্য মহল্লার মানুষ বসার দ্বারাও এই মহল্লাবাসীর সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।[৩১]

ইতিকাফের রুকন

ইতিকাফের বড় রুকন হল মানুষ ইতিকাফের সময় মসজিদের সীমানার মধ্যে থাকবে এবং একান্ত প্রয়োজন (যার বিবরণ সামনে আসছে) ব্যতীত এক মুহূর্তের জন্যও মসজিদের সীমার বাইরে বের হবে না। কেননা যদি ইতিকাফকারী এক মুহূর্তের জন্যও শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদের সীমার বাইরে চলে যায়, তবে এর দ্বারা ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।

মসজিদের সীমার ব্যাখ্যা

অনেক মানুষ মসজিদের সীমার মর্ম বুঝেন না। যদ্দরূন তাঁদের ইতিকাফ ভেঙ্গে যায়। এজন্য খুব ভালভাবে বুঝে নিন যে, মসজিদের সীমা দ্বারা কী উদ্দেশ্য? সাধারণ পরিভাষায় তো মসজিদের পুরো বেষ্টনীটাকেই মসজিদ বলা হয়, কিন্তু শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এই পুরো বেষ্টনী বা চত্ত্বর মসজিদ হওয়া জরূরী নয়। বরং শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে শুধুমাত্র ঐ অংশটিই মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে যেটাকে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা মসজিদ আখ্যায়িত করে নামাযের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন।

এর বিবরণ হচ্ছে এই যে, জমিনের কোন অংশের মসজিদ হওয়া এক জিনিস। আর মসজিদের প্রয়োজনসমূহের জন্য ওয়াকফ হওয়া আরেক জিনিস। শরীয়ত মতে মসজিদ শুধুমাত্র ঐ অংশটুকুকে বলা হবে যেটাকে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা মসজিদ আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ নামায পড়া ব্যতীত এর দ্বারা অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। কিন্তু প্রায় প্রতিটি মসজিদে কিছু অংশ এমন থাকে, যেমন উযূখানা,

৩১. ফাতাওয়ায়ে শামী, ৩:৪৩০; ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৪ :৫১২

গোসলখানা, ইস্তিঞ্জাখানা, জানাযার নামায পড়ার স্থান ইমাম ছাহেবের হুজরা, গুদাম ইত্যাদি। ঐ অংশের উপর শরয়ী দৃষ্টিতে মসজিদের বিধিবিধান জারী হয় না। তাইতো এসব অংশে গোসল ফরয অবস্থাতেও যাওয়া জায়িয। অথচ মূল মসজিদে জুনুবী ব্যক্তির (এমন ব্যক্তি যার উপর গোসল ফরয) প্রবেশ নাজায়িয।

এ "জরূরিয়াতে মসজিদওয়ালা অংশে" অর্থাৎ মসজিদের প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট অংশে ইতিকাফকারী ব্যক্তির যাওয়া সম্পূর্ণ নাজায়িয। বরং যদি ইতিকাফকারী ঐসব অংশে শরয়ী ওযর ব্যতীত এক মুহূর্তের জন্যও চলে যায়, তাহলে এর দ্বারা ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।

কোন কোন মসজিদে মসজিদের প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট অংশ মূল মসজিদ হতে সম্পূর্ণ পৃথক ও আলাদা হয়ে থাকে। যেটা চেনা কোন কঠিন বিষয় নয়। কিন্তু কোন কোন মসজিদে এ অংশ মূল মসজিদের সাথে এমনভাবে মিলানো থাকে যে, যে কেউ এটাকে চিনতে পারে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সুস্পষ্টভাবে বলে না দেয় যে, এটা মসজিদের অংশ, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা বুঝা যায় না।

এজন্য যদি কেউ কোন মসজিদে ইতিকাফ করতে চান, তবে তার জন্য সর্বপ্রথম করণীয় হল, তিনি মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা বা মুতাওয়াল্লী থেকে মসজিদের সঠিক সীমারেখা জেনে নিবেন। আর মসজিদ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হল তারা মসজিদে একটি নকশা এঁকে লটকে দিবেন। যেখানে মসজিদের সীমা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। নতুবা কমপক্ষে বিশতম রোযায় যখন ইতিকাফকারীগণ মসজিদে একত্রিত হবেন, তখন তাঁদেরকে মৌখিকভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, মসজিদের সীমা কোন্ পর্যন্ত?

১. যেসব মসজিদের উযূখানা মূল মসজিদের সাথে লাগোয়া থাকে, সেখানে সাধারণ মানুষ উযূখানাকেও মসজিদের অংশ মনে করে। আর ইতিকাফ অবস্থাতেও নির্দ্বিধায় সেখানে আসা যাওয়া করতে থকে। খুব বুঝে নিন, এর দ্বারা কিন্তু ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যায়।

উযূখানা মসজিদের অংশ নয়। আর ইতিকাফকারীর জন্য সেখানে শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত যাওয়া জায়িয নেই।

এজন্য ইতিকাফে বসার পূর্বে ইন্তেযামিয়া কমিটির সাহায্যে সুস্পষ্টভাবে জেনে নেয়া জরূরী যে, মসজিদের সীমা কোথায় শেষ হয়ে গেছে? এবং উযূখানার সীমা কোন্ স্থান হতে আরম্ভ হয়?

২. এমনিভাবে মসজিদের সিঁড়িতে চড়ে লোকজন মসজিদে প্রবেশ করে। সাধারণত সেটাও মসজিদের বাইরের অংশ হয়ে থাকে। এজন্য ইতিকাফকারীর শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত সেখানে যাওয়া জায়িয নেই।

৩. অনেক মসজিদের চত্তরে হাউজ বানানো থাকে। সেটাও মসজিদের সীমার বাইরে হয়ে থাকে। এজন্য এ ব্যাপারেও জেনে নেয়া জরূরী যে, হাউজের কাছাকাছি মসজিদের সীমানা কোন্ পর্যন্ত? আর হাউজের সীমানা কোথা হতে শুরু হয়েছে? যে সব মসজিদে জানাযা নামায পড়ার জন্য পৃথক স্থান বানানো আছে, সেটাও মসজিদের বাইরের অংশ। ইতিকাফকারীর সেখানে যাওয়াও জায়িয নেই।

৪. অনেক মসজিদে ইমাম ছাহেবের বসবাসের জন্য মসজিদের সাথেই কক্ষ বানানো থাকে। এ কক্ষটিও মসজিদের বাইরের অংশ। সেখানে ইতিকাফকারীর যাওয়া জায়িয নেই।

৫. কিছু কিছু মসজিদে এমন কক্ষ ইমাম ছাহেবের বসবাসের জন্য তো বানানো হয় না কিন্তু ইমাম ছাহেবের বিশ্রামের প্রয়োজনে বানানো হয়। ঐ কক্ষটাকেও যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা বা মুতাওয়াল্লী মসজিদের অংশ হিসেবে ঘোষণা না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটাকে মসজিদ মনে করা যাবে না। আর ইতিকাফকারীর জন্য সেখানে যাওয়াও জায়িয নেই। তবে হ্যাঁ, যদি মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সেটা মসজিদ হওয়ার নিয়্যত করে নেয়, তবে ইতিকাফকারী সেখানে যেতে পারবে।

৬. অনেক মসজিদে মূল মসজিদের সাথে বাচ্চাদের পড়ানোর জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়। ঐ স্থানটাকেও যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদ

প্রতিষ্ঠাতা মসজিদের অংশ হিসেবে ঘোষণা না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ইতিকাফকারীর জন্য সেখানে যাওয়া জায়িয নেই।

৭. কোন কোন মসজিদে মসজিদের কার্পেট, কাতারের দড়ি, চাটাই এবং অন্যান্য সামান রাখার জন্য পৃথক কক্ষ অথবা কোন স্থান বানানো হয়। ঐ স্থানের বিধানও এটাই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এটাকে মসজিদের অংশ হিসেবে ঘোষণা করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ স্থানটি মসজিদ হিসেবে বিবেচিত হবে না। এবং ইতিকাফকারী সেখানে যেতে পারবে না।

উল্লেখিত বিবরণের আলোকে আশা করি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইতিকাফের জন্য মসজিদের সীমানা নির্ধারণ করা কত জরূরী একটি কাজ। এজন্য ইতিকাফকারী ইতিকাফ আরম্ভ করার পূর্বে মসজিদের ব্যবস্থাপকদের থেকে মসজিদের সীমারেখা খুব ভালভাবে বুঝে নিবেন।

শরয়ী প্রয়োজনের ব্যাখ্যা

অতঃপর যে মসজিদের সীমারেখা জানা যাবে, সেটা জানার পর ইতিকাফ চলাকালীন শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত ঐ সীমার বাইরে এক মুহূর্তের জন্যও বের হবে না। নতুবা ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।

শরয়ী প্রয়োজন দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হল এখানে ঐ সব প্রয়োজন যেগুলোর ভিত্তিতে মসজিদ থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে শরীয়ত ইতিকাফকারীকে অনুমতি দিয়েছে এবং সেটার দ্বারা ইতিকাফ ভঙ্গ হয় না।

প্রয়োজনসমূহ নিম্নরূপ :

১. পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন।

২. জানাবাতের গোসল, যদি মসজিদে গোসল করা সম্ভব না হয়।

৩. উযূ, যদি মসজিদে থাকাবস্থায় উযূ করা সম্ভব না হয়।

৪. পানাহারের জিনিস বাইরের থেকে আনা। যদি আনার মত আর কেউ না থাকে।

৫. মুআযযিনের জন্য আযান দেয়ার উদ্দেশ্যে বাইরে যাওয়া।

৬. যে মসজিদে ইতিকাফ করেছে যদি সেখানে জুমুআর ব্যবস্থা না থাকে, তবে শুধুমাত্র জুমুআর প্রয়োজনে অন্য মসজিদে যাওয়া।

৭. মসজিদ ধ্বসে পড়া বা ভেঙ্গে পড়ার অবস্থা হলে অন্য মসজিদে স্থানান্তরিত হওয়া।

এসব প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে যাওয়া ইতিকাফকারীর জন্য জায়িয নেই। এখন এ সমস্ত প্রয়োজনের কিছু বিবরণ পেশ করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক প্রয়োজনের বিধানসমূহ

কাযায়ে হাজত তথা পেশাব পায়খানার বিধানসমূহ :

১. ইতিকাফকারী ব্যক্তি কাযায়ে হাজত অর্থাৎ পেশাব পায়খানার প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বাইরে বের হতে পারবে।

পেশাবের ব্যাপারে কথা হল এর জন্য মসজিদের নিকটবর্তী স্থান যেখানে পেশাব করা সম্ভব সেখানে যাওয়া উচিত।

কিন্তু পায়খানার জন্য যাওয়ার ব্যাপারে কথা হচ্ছে এই যে, যদি মসজিদের সাথে কোন বাইতুল খালা (টয়লেট বা ওয়াশরুম) বানানো থাকে এবং সেখানে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করা সম্ভব, তবে সেখানেই প্রয়োজন সেরে নেয়া চাই। অন্য কোথাও যাওয়া জায়িয নেই। কিন্তু যদি কারো জন্য নিজ বাসা ব্যতীত অন্য কোথাও বড় জরূরত সারা তবিয়তগত ভাবে সম্ভব না হয় অথবা প্রচন্ড কষ্টকর হয়, তাহলে তার জন্য এ উদ্দেশ্যে নিজ বাসায় চলে যাওয়া জায়িয। চাই বাইতুল খালা মসজিদের কাছেই হোক না কেন।[৩২]

কিন্তু যদি কারো এ অপারগতা না থাকে আর তিনি মসজিদের বাইতুল খালা ছেড়ে চলে যান, তবে কোন কোন আলেমের মতে তার ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।[৩৩]

---

৩২. ফাতাওয়ায়ে শামী, ইতিকাফ অধ্যায় ৩:৪০০

৩৩. শামী ৩ : ৪৩৫

২. কিন্তু যদি মসজিদে কোন বাইতুল খালা না থাকে, অথবা সেখানে কাযায়ে হাজত (পায়খানা করা) সম্ভব না হয় কিংবা মারাত্মক কষ্টকর হয়, তাহলে কাযায়ে হাজতের (শুধু পায়খানা করা উদ্দেশ্য) জন্য নিজের বাসায় যাওয়া জায়িয হবে। চাই ঐ বাসা যত দূরেই হোক না কেন।

৩. যদি মসজিদের কাছাকাছি কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের বাড়ী থাকে, তাহলে কাযায়ে হাজতের জন্য নিজ বন্ধুর বাসায় যাওয়া জরূরী নয় বরং এতদসত্ত্বেও নিজের বাসায় যাওয়া জায়িয। চাই ঐ বন্ধু বা আত্মীয়ের বাসার তুলনায় নিজের বাসা দূরেই হোক না কেন।[৩৪]

৪. যদি কোন ব্যক্তির দুটি বাসা থাকে, তাহলে তাঁর উচিত মসজিদের নিকটবর্তী বাসায় গিয়ে কাযায়ে হাজত করা। দূরবর্তী বাসায় গেলে কোন কোন আলেমের মতে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।[৩৫]

৫. যদি বাইতুল খালা ব্যস্ত থাকে, তাহলে খালী হওয়ার অপেক্ষায় অবস্থান করা জায়িয। কিন্তু জরূরত থেকে ফারেগ হওয়ার পর এক মুহূর্তের জন্যও অবস্থান করা জায়িয নেই। অবস্থান করলে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।[৩৬]

৬. বাইতুল খালায় আসা যাওয়ার সময় রাস্তায় বা বাসায় কাউকে সালাম করা বা সালামের জবাব দেয়া বা সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা বলা জায়িয। তবে শর্ত হল এ কথাবার্তা বলার জন্য যেন অবস্থান করতে না হয়।[৩৭]

৭. বাইতুল খালায় আসা যাওয়ার সময় দ্রুত চলা জরূরী নয়। ধীরে ধীরে চলাও জায়িয।

---

৩৪. শামী ৩ : ৪৩৫

৩৫. শামী ৩ : ৪৩৫

৩৬. শামী ৩ : ৪৩৭

৩৭. মিরকাতুল মাফাতীহ, হাদীস নং ২১০৫

৮. কাযায়ে হাজতের জন্য যাওয়ার সময় কারো থামানোর দ্বারা থামা উচিত নয়। বরং চলতে চলতে তাকে বলে দেয়া উচিত যে, আমি ইতিকাফে আছি। তার জন্য থামতে পারছি না। কারো থামানোর দ্বারা কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেলে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে। এমনকি যদি রাস্তায় কোন ঋণদাতা থামিয়ে দেয়, তো ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতানুসারে এর দ্বারাও ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে। যদিও সাহেবাঈন অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর নিকট এমন অপারগতার কারণে ইতিকাফ ভাঙ্গে না। আর ইমাম সারাখসী রহ. আসানীর জন্য সাহেবাঈনের মতই অগ্রাধিকারযোগ্য বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।[৩৮] কিন্তু সতর্কতা এর মধ্যেই যে, কোন অবস্থাতেই রাস্তায় থামবে না।

৯. কাযায়ে হাজতের উদ্দেশ্যে নিজের বাসায় যাওয়ার পর কাযায়ে হাজতের পর সেখানে উযূ করাও জায়িয।[৩৯]

১০. ইসতিঞ্জাও কাযায়ে হাজতের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব যাদের পেশাবের ফোঁটা ঝড়ার রোগ আছে, তারা যদি শুধু ইসতিঞ্জার জন্য বাইরে যেতে চায়, তাহলে যেতে পারবে। এজন্যই কোন কোন ফকীহ ইসতিঞ্জাকে কাযায়ে হাজত ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হওয়ার একটি স্বতন্ত্র ওযর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

খাওয়ার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া

কারো যদি এমন কোন মানুষ থাকে, যে তার জন্য মসজিদে খানা পানি আনতে পারে, তাহলে তার জন্য খানা পানি আনার উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে যাওয়া জায়িয নেই। কিন্তু যদি কারো এমন মানুষ না থাকে, তবে তার জন্য পানাহারের উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে যাওয়া জায়িয আছে।[৪০] কিন্তু খানা মসজিদে এনেই খেতে হবে।[৪১]

---

৩৮. মাবসূতে সারাখসী ৩ : ১২৩
৩৯. মাজমাউল আনহুর ১ : ২৫৬
৪০. আল বাহরুর রায়িক ২ : ৩২৬
৪১. কিফায়াতুল মুফতী ৪ : ২৩২

এ জাতীয় লোকদের এ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা দরকার যে, তারা যেন এমন সময় মসজিদ থেকে বের হয় যখন তারা তৈরী খানা পাবে। তারপরও যদি কিছু সময় খাওয়ার অপেক্ষায় অবস্থান করতে হয় তো কোন অসুবিধা নেই।[৪২]

ইতিকাফকারীর গোসলের বিধান

ইতিকাফকারী ব্যক্তি একমাত্র স্বপ্নদোষ অবস্থায় ফরয গোসলের জন্য মসজিদের বাইরে যেতে পারবেন।[৪৩]

অবশ্য এর মধ্যেও কথা আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, যদি মসজিদে থাকা অবস্থায় গোসল করা সম্ভব হয় উদাহরণস্বরূপ কোন বড় পাত্রে বসে এমন ভাবে গোসল করতে পারে যে, পানি মসজিদে পড়বে না, তাহলে বাইরে যাওয়া জায়িয নেই। কিন্তু যদি এ পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব না হয় অথবা প্রচন্ড কষ্টকর হয় তাহলে ফরয গোসলের জন্য বাইরে যেতে পারবে।[৪৪]

এখানেও একই কথা, যদি মসজিদের কোন গোসলখানা না থাকে অথবা সেখানে গোসল করা কোন কারণে সম্ভব না হয় কিংবা প্রচন্ড কষ্টকর হয় তাহলে নিজ বাসায় গিয়েও গোসল করতে পারবে।

জানাবাত বা ফরয গোসল ব্যতীত অন্য কোন গোসলের উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়িয নেই। জুমুআর জন্য গোসল বা ঠান্ডার জন্য গোসলের উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে যাওয়া জায়িয নেই। এই উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বের হলে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে। অবশ্য জুমুআর গোসল বা ঠান্ডার জন্য গোসলের এমন কোন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে যে, পানি যেন মসজিদে না পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বড় কোন টবে বসে গোসল করল অথবা মসজিদের কিনারে যদি এমনভাবে

৪২. আহসানুল ফাতাওয়া ৪ : ৫০২

৪৩. শামী ১ : ৪১০, বাদায়ি ২ : ২৮৭

৪৪. শামী ৩ : ৪৩৫, কিফায়াতুল মুফতী ৪ : ১০৪

গোসল করা সম্ভব হয় যে, পানি মসজিদের বাইরে পড়বে তাহলে এমনটিও করতে পারে।

সারকথা হল এই যে, সুন্নাত ইতিকাফে জুমুআর গোসল বা ঠান্ডা লাভের উদ্দেশ্যে গোসলের জন্য মসজিদের বাইরে যেতে পারবে না।[৪৫]

অবশ্য নফল ইতিকাফে এমনটি করতে পারে। এক্ষেত্রে যে পরিমাণ সময় ইতিকাফের জন্য বাইরে থাকবে, ঐ পরিমাণ সময় ইতিকাফ গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইতিকাফকারীর উযূর বিধান

যদি মসজিদে উযূ করার এমন কোন স্থান থাকে যে, ইতিকাফকারী নিজে তো মসজিদে থাকবে কিন্তু উযূর পানি মসজিদের বাইরে পড়বে, সেক্ষেত্রে উযূর জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়া জায়িয নেই। এমনকি এমতাবস্থায় ইতিকাফকারীর উযূখানা পর্যন্ত যাওয়াও জায়িয নেই।[৪৬]

অনেক মসজিদে ইতিকাফকারীদের জন্য পৃথক পানির নল এমনভাবে লাগানো হয় যে, ইতিকাফকারী নিজে তো মসজিদে বসে কিন্তু নলের পানি মসজিদের বাইরে পতিত হয়। যদি এমন কোন ব্যবস্থাপনা মসজিদে থাকে, তাহলে এর দ্বারা উপকৃত হওয়া চাই। কিন্তু যদি এমন ব্যবস্থাপনা না থাকে, সেক্ষেত্রে নল দ্বারা উযূ করার পরিবর্তে কোন এমন ব্যক্তি যিনি ইতিকাফ করছেন তার থেকে বদনায় পানি তলব করে মসজিদের কিনারে এমনভাবে উযূ করবে যেন পানি মসজিদের বাইরে পড়ে। কিন্তু যদি কোন মসজিদে এমন কোন সূরত সম্ভব না হয়, অথবা উযূর জন্য মসজিদ সংলগ্ন বাইরে উযূখানা না থাকে, সেক্ষেত্রে অন্য কোন নিকটবর্তী স্থানে যাওয়া জায়িয।[৪৭]

আর এ বিধান সব ধরনের উযূর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। চাই সে ফরয নামাযের জন্য যাক বা নফল ইবাদতের জন্য।

---

৪৫. ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৬ : ৫০৪

৪৬. ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়্যাহ

৪৭. শামী ৩ :৪৩৫

যে সব অবস্থায় ইতিকাফকারীর জন্য উযূর উদ্দেশ্যে বাইরে বের হওয়া জায়িয, তখন উযূর সাথে মিসওয়াক, মাজন বা পেস্ট দ্বারা দাঁত মাজা, সাবান লাগানো এবং তোয়ালে দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুকানোও জায়িয। কিন্তু উযূর পর এক মুহূর্তের জন্যও বাইরে অবস্থান করা জায়িয নেই। রাস্তায় থামাও জায়িয নেই।[৪৮]

ইতিকাফকারীর আযান

১. যদি কোন মুআয্যিন ছাহেব ইতিকাফে বসেন আর আযান দেয়ার জন্য তাঁকে মসজিদের বাইরে যেতে হয়, তাহলে তার জন্য বাইরে যাওয়া জায়িয কিন্তু আযানের পর দেরী করবে না।[৪৯]

২. যদি কোন ব্যক্তি নিয়মতান্ত্রিক মুআযযিন না হন, কিন্তু কোন ওয়াক্তের আযান দিতে চান, তবে তার জন্যও আযানের উদ্দেশ্যে বাইরে যাওয়া জায়িয।[৫০]

বড় গ্রাম বা বড় শহরের প্রতিটি মসজিদে ইতিকাফের ব্যবস্থা থাকা উচিত।[৫১]

ইতিকাফকারীর জুমুআর নামাযের বিধান

১. উত্তম হল এমন মসজিদে ইতিকাফ করা যেখানে জুমুআর নামায হয়। যাতে জুমুআর জন্য বাইরে যাওয়া না লাগে। কিন্তু যদি কোন মসজিদে জুমুআর নামায না হয় শুধু পাঞ্জেগানা নামায হয়, সেক্ষেত্রে সালাতুল জুমুআ আদায়ের উদ্দেশ্যে অন্য মসজিদে যাওয়াও জায়িয। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে এমন সময় স্বীয় মসজিদ থেকে বের হবে, যখন তার অনুমান এমন হবে যে, আমি জামে মসজিদে পৌঁছে চার রাকাত সুন্নাত আদায় করতে পারব এবং এর পরপরই খুতবা আরম্ভ হয়ে যাবে।[৫২]

---

৪৮. শামায়িলে কুবরা ৮ : ২০০

৪৯. শামী ৩ : ৪৩৫

৫০. মাবসূতে সারাখসী ৩ : ১২৪

৫১. আহসানুল ফাতওয়া ৪ : ৪৯৮

৫২. শামী ৪ : ৪৩৪

কোন মসজিদে জুমুআর নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে গেলে ফরয পড়ার পর সুন্নাতও সেখানে পড়তে পারে। কিন্তু এরপর অবস্থান করা জায়িয নেই। তারপরও প্রয়োজনের অতিরিক্ত অবস্থান করলে যেহেতু মসজিদেই অবস্থান করেছে বিধায় ইতিকাফ নষ্ট হবে না।[৫৩]

যদি কেউ জুমুআর নামাযের জন্য জামে মসজিদে যায় এবং সেখানে গিয়ে অবশিষ্ট ইতিকাফ পুরো করার জন্য সেখানেই থেকে যায়, তাহলে এর দ্বারা ইতিকাফ সহীহ হয়ে যাবে বটে, কিন্তু এমনটি করা মাকরূহ।[৫৪]

মসজিদ থেকে স্থানান্তরিত হওয়া

প্রত্যেক ইতিকাফকারীর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, যে মসজিদে তিনি ইতিকাফের নিয়্যত করেছেন সেখানেই ইতিকাফ পুরা করা। কিন্তু যদি কোন এমন শক্ত অপারগতা চলে আসে যে, সেখানে ইতিকাফ পুরা করা সম্ভব হচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ ঐ মসজিদ ধ্বংস হয়ে গেল অথবা কেউ সেখানে থাকলে তার জান মালের ক্ষতির প্রবল আশংকা, এসব ক্ষেত্রে অন্য মসজিদে স্থানান্তরিত হয়ে ইতিকাফ পুরা করা জায়িয। আর এ উদ্দেশ্যে বাইরে বের হলে ইতিকাফ ভঙ্গ হবে না।[৫৫] শর্ত হল সেখান থেকে বের হওয়ার পর রাস্তায় থামতে পারবে না বরং সোজা মসজিদে চলে যাবে।[৫৬]

জানাযার নামায এবং রোগীর শুশ্রুষা

সাধারণ অবস্থায় কোন ইতিকাফকারীর জন্য জানাযার নামাযে শরীক হওয়া অথবা কোন রোগীর স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়া জায়িয নেই। কিন্তু যদি প্রাকৃতিক প্রয়োজন

---

৫৩. শামী ৪ : ৪৪২
৫৪. বাদায়ি ২ : ১১৪, আলমগীরী ১ : ২১২
৫৫. শামী
৫৬. ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১ : ২১২; ফাতহুল কাদীর ২ : ৩৯৫

তথা পেশাব-পায়খানার জন্য বের হয় আর চলন্ত অবস্থায় কোন রোগীর স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নেয় অথবা কারো জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করে, তবে সেটাও জায়িয আছে। এর দ্বারা ইতিকাফ ভাঙ্গবে না।[৫৭]

কিন্তু শর্ত হল জানাযার নামায বা রোগীর সেবা শুশ্রুষার উদ্দেশ্যে বের হবে না বরং নিয়্যত থাকবে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ। আর পরে এ কাজটি সেরে ফেলবে। কেননা এসব কাজের নিয়্যতে বের হলে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।

সাথে সাথে এটাও শর্ত আছে যে, জানাযার নামায এবং রোগীর স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য যেন রাস্তা থেকে হটতে না হয় বরং রাস্তাতেই এ কাজ হয়ে যায়, রোগীর খোঁজ-খবর চলতে ফিরতেই নিবে। তাইতো হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বলেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটতে হাঁটতে রোগীর খোঁজ-খবর নিয়ে নিতেন। এজন্য থামতেন না।[৫৮]

আর জানাযার নামাযে শর্ত হল, নামাযের পরে একটুও বিলম্ব করবে না।[৫৯]

এছাড়া যদি ইতিকাফের নিয়্যতের সময়ই এমন শর্ত করে থাকে যে, "আমি ইতিকাফের সময় কোন রোগীর সেবা শুশ্রুষা বা জানাযার নামায বা কোন ইলমী ও দ্বীনী মজলিসে শামিল হব" তো এসব সূরতে এসব উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে যাওয়া জায়িয। এর দ্বারা ইতিকাফ ভাঙ্গবে না। কিন্তু এভাবে নিয়্যত করার দরূন ইতিকাফ নফল হয়ে যাবে, মাসনূন থাকবে না।

এ মাসআলাটির বিশদ বিবরণ পরিশিষ্টে লক্ষ্য করুন।

---

৫৭. শামী ৩ : ৪৩৭, বাদায়ি ২ : ১১৪
৫৮. সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস নং ২৪৭২
৫৯. মিরকাতুল মাফাতীহ ৪ : ৩৩০

ইতিকাফ ভঙ্গকারী জিনিসসমূহ

নিম্নে বর্ণিত জিনিসসমূহের দ্বারা ইতিকাফ ভেঙ্গে যায়।

১. যে সমস্ত প্রয়োজনের আলোচনা বিগত পৃষ্ঠাগুলোতে করা হয়েছে। এগুলো ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে যদি ইতিকাফকারী মসজিদের সীমারেখার বাইরে চলে যায়। চাই এই বাইরে যাওয়াটা এক মুহূর্তের জন্যই হোক না কেন এর দ্বারাও ইতিকাফ ভেঙ্গে যায়।[৬০]

উল্লেখ্য যে, মসজিদ থেকে বের হওয়া তখনই বলা হবে যখন পা মসজিদ থেকে এমনভাবে বাইরে বের হয়ে যায় যে, সেটাকে সাধারণ পরিভাষায় মসজিদ থেকে বের হওয়া বলে। সুতরাং যদি শুধু মাথা মসজিদ থেকে বাইরে বের করে দেয় তবে এর দ্বারা ইতিকাফ নষ্ট হবে না।[৬১]

২. এমনিভাবে যদি কোন ইতিকাফকারী শরয়ী প্রয়োজনে বাইরে বের হয়। কিন্তু প্রয়োজন থেকে ফারেগ হওয়ার পর সামান্য এক মুহূর্তও বিলম্ব করে, তাহলে এর দ্বারাও ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।[৬২]

৩. শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদ থেকে বাইরে বের হওয়া চাই জেনে বুঝে হোক বা ভুলে হোক বা অনিচ্ছাকৃত হোক যেমন পেশাব-পায়খানার জন্য বের হল, ফারেগ হওয়ার পর আরো সময় অবস্থান করল অথবা থেমে গিয়ে কারো সাথে কথা বলতে লাগল। যাই হোক এসবের দ্বারা ইতিকাফ ভেঙ্গে যায়। অবশ্য যদি ভুলে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বাইরে বের হয়, তবে এর দ্বারা ইতিকাফ ভঙ্গ করার গুনাহ হবে না।[৬৩]

৪. কোন ব্যক্তি মসজিদ চত্বরের কোন অংশকে মসজিদ মনে করে এর মধ্যে চলে গেল। অথচ বাস্তবিক পক্ষে ঐ অংশটি মসজিদের

---

৬০. শামী

৬১. আল বাহরুর রায়িক ২ : ৩২৪

৬২. শামী ২ : ২২৯

৬৩. শামী ২ : ৪৫০

অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তো এর দ্বারাও ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে। এজন্যই শুরুতে আরয করা হয়েছে যে, ইতিকাফে বসার পূর্বে মসজিদের সীমারেখা ভালভাবে জেনে নেয়া উচিত।

৫. মান্নতের ওয়াজিব ইতিকাফ এবং রামাযানের শেষ দশকের সুন্নাত ইতিকাফের জন্য যেহেতু রোযা পূর্বশর্ত, এজন্য রোযা ভেঙ্গে দেয়ার দ্বারাও ইতিকাফ ভেঙ্গে যায়। চাই এ রোযা কোন অপারগতার কারণে ভেঙ্গে ফেলুক অথবা বিনা অপারগতায় ভাঙ্গুক। জেনে বুঝে ভাঙ্গুক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে সর্বাবস্থায় ইতিকাফ ভেঙ্গে যায়। অনিচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার মর্ম হল রোযার কথা স্মরণ ছিল, কিন্তু ইখতিয়ার বহির্ভূত কোন আমল এমন হয়ে গেছে যা রোযার বিপরীত ছিল।

উদাহরণস্বরূপ সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পর পর্যন্ত খেতে থাকল অথবা সূর্য ডুবার পূর্বে এটা মনে করে ইফতার করে ফেলল যে, ইফতারের সময় হয়ে গেছে। অথবা রোযা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও কুলী করার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে পানি হলকের ভিতরে চলে গেল। তো এসব অবস্থায় রোযাও ভেঙ্গে গেছে। ইতিকাফও ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু যদি রোযার কথাই মনে না থাকে, আর ভুলক্রমে পানাহার করে ফেলে, তাহলে এর দ্বারা রোযাও ভাঙ্গবে না এবং ইতিকাফও নষ্ট হবে না।

৬. স্ত্রী সহবাসের দ্বারাও ইতিকাফ ভেঙ্গে যায়। চাই এ সহবাস ইতিকাফের কথা মনে থাকা অবস্থায় জেনে বুঝে করুক বা ভুলবশত। দিনে করুক বা রাতে, মসজিদে করুক বা মসজিদের বাইরে। এর দ্বারা বীর্যপাত হোক বা না হোক। সর্বাবস্থায় ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।[৬৪]

৭. ইতিকাফ অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা বা আদর সোহাগ করা নাজায়িয। আর যদি এর দ্বারা বীর্যপাত হয়ে যায়, তাহলে তো ইতিকাফও ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু যদি বীর্যপাত না হয়, তবে সেটা নাজায়িয হওয়া সত্ত্বেও ইতিকাফ ভাঙ্গবে না।[৬৫]

---

৬৪. শামী ২ : ৪৫১

৬৫. শামী : প্রাগুক্ত

কোন্ কোন্ অবস্থায় ইতিকাফ ভঙ্গ করা জায়িয

১. ইতিকাফের সময় কোন এমন অসুখ সৃষ্টি হয়ে গেছে যেটার চিকিৎসা মসজিদ থেকে বের হওয়া ব্যতীত সম্ভব নয়। তো এমতাবস্থায় ইতিকাফ ভাঙ্গা জায়িয, নতুবা না।[৬৬]

২. কোন ডুবন্ত বা অগ্নিদগ্ধ মানুষকে বাঁচানো অথবা আগুন নিভানোর জন্যও ইতিকাফ ভেঙ্গে বাইরে বের হয়ে আসা জায়িয।[৬৭]

৩. মা-বাবা স্ত্রী-সন্তানের মধ্যে কারো কঠিন অসুখের কারণেও ইতিকাফ ভেঙ্গে ফেলা জায়িয।

৪. যদি কেউ জোর করে বাইরে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ সরকারের পক্ষ থেকে গ্রেফতারী পরোয়ানা এসে গেল। সেক্ষেত্রেও ইতিকাফ ভেঙ্গে ফেলা জায়িয।[৬৮]

৫. যদি কোন জানাযা চলে আসে আর নামায পড়ানোর মত কেউ না থাকে, তখনো ইতিকাফ ভেঙ্গে ফেলে জানাযার নামায পড়ানো জায়িয আছে।[৬৯]

এসব অবস্থায় মসজিদের বাইরে বের হওয়ার দ্বারা গুনাহ তো হবে না কিন্তু ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।

ইতিকাফ ভেঙ্গে যাওয়ার বিধান

১. উল্লেখিত কারণসমূহের মধ্যে কোন কারণে যদি রামাযানের শেষ দশকের মাসনূন ইতিকাফ ভেঙ্গে যায়, সেক্ষেত্রে বিধান হল, যে দিনের ইতিকাফ ভেঙ্গে গেছে শুধু ঐ দিনের কাযা ওয়াজিব হবে। পুরো দশ দিনের কাযা ওয়াজিব হবে না।[৭০] আর ঐ একদিনের কাযার পদ্ধতি হল যদি রামাযানে সময় থাকে, তাহলে ঐ রামাযানেই কোন

---

৬৬. শামী ৩ : ৪৩৫
৬৭. শামী ৩ : ৪৩৮
৬৮. শামী ৩ : ৪৩৮
৬৯. ফাতহুল কাদীর ২ : ৩৯৪
৭০. আহসানুল ফাতাওয়া ৪ : ৫১১

দিন আর যদি সময় না থাকে, অথবা কোন কারণে ইতিকাফ সম্ভব না হয় তাহলে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন দিন রোযা রেখে একদিনের জন্য ইতিকাফ করা যেতে পারে।

সর্বাবস্থায় যে দিনকে কাযা আদায়ের জন্য নির্ধারণ করবে, তার আগের দিন সূর্যাস্তের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করবে এবং নির্ধারিত দিন সূর্যাস্তের পর বের হয়ে আসবে।[৭১] আর যদি আগামী রামাযানে কাযা করে তবুও কাযা সহীহ হয়ে যাবে। কিন্তু জীবনের যেহেতু কোন ভরসা নেই, এজন্য খুব দ্রুত কাযা করে ফেলবে।

২. মাসনূন ইতিকাফ ভেঙ্গে যাওয়ার পর মসজিদের বাইরে বের হওয়া জরূরী নয় বরং শেষ দশকের অবশিষ্ট দিনগুলোতে নফলের নিয়্যতে ইতিকাফ অব্যাহত রাখা যেতে পারে। এভাবে যদিও সুন্নাতে মুআক্কাদা আদায় হবে না কিন্তু নফল ইতিকাফের সাওয়াব পাওয়া যাবে।

আর যদি কোন গাইরে ইখতিয়ারী বা ইচ্ছা বহির্ভূত ভুলের কারণে ইতিকাফ ভেঙ্গে যায়, তাহলে অসম্ভব নয় যে, মহান আল্লাহ নিজ রহমতে শেষ দশকের সাওয়াব দিয়ে দিবেন। এজন্য ইতিকাফ ভেঙ্গে যাওয়ার সূরতে উত্তম এটাই যে, শেষ দশক শেষ হওয়া পর্যন্ত ইতিকাফ অব্যাহত রাখবে। কিন্তু যদি কেউ এরপর ইতিকাফ অব্যাহত না রাখে, তাহলে সেটাও জায়িয আছে।

আর এটাও জায়িয আছে যে, যে দিন ইতিকাফ ভঙ্গ হয়েছে ঐ দিন বাইরে চলে যাবে। আর আগামী দিন হতে নফলের নিয়্যতে পুনরায় ইতিকাফ আরম্ভ করবে।

৩. এক দিনের ইতিকাফের কাযার পদ্ধতি যদিও ফুকাহায়ে কিরাম পরিস্কার করে লিখেননি। কিন্তু মূলনীতির আলোকে এমনটি বুঝে আসে যে, যদি ইতিকাফ দিনে ভেঙ্গে থাকে, তাহলে স্রেফ দিনের কাযা

৭১. ফাতাওয়ায়ে শামী, ২:৪৪৫; ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়া, ৪:১৯৬

ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ কাযার জন্য সুবহে সাদিক এর পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করবে এবং রোযা রাখবে, আর ঐ দিনেই সন্ধ্যায় সূর্য ডুবার পর বের হয়ে আসবে (কেননা এটা ওয়াজিব ইতিকাফ) আর এক দিনের মান্নত ইতিকাফের কাযার পদ্ধতিও এটাই।)[৭২]

ইতিকাফের আদবসমূহ

যেহেতু ইতিকাফের উদ্দেশ্য হল অন্য সমস্ত শোগল থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহ পাকের স্মরণেই নিজেকে লাগিয়ে রাখা। এজন্য ইতিকাফ চলাকালীন অবস্থায় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থাকবে। আর যে পরিমাণ সময় পাবে নফল নামায আদায়, কুরআনে কারীম তেলাওয়াত, অন্যান্য ইবাদত, যিকর ও তাসবীহাতে সময় কাটাবে। এছাড়া ইলমে দ্বীন শেখা ও শেখানো, ওয়ায ও নসীহত করা এবং দ্বীনী কিতাব পাঠ করতেও কোন অসুবিধা নেই বরং এগুলো সাওয়াবের উপলক্ষ।

ইতিকাফ অবস্থায় মুবাহাত বা বৈধ কাজসমূহের বিবরণ

ইতিকাফ অবস্থায় নিম্নে বর্ণিত কাজগুলো সম্পূর্ণ জায়িয।

১. পানাহার করা,

২. ঘুমানো,

৩. প্রয়োজনীয় ক্রয় বিক্রয় করা। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হল পণ্য মসজিদের ভিতরে আনতে পারবে না। আর ক্রয়-বিক্রয় জীবনধারণের অনিবার্য প্রয়োজন হতে হবে। কিন্তু মসজিদকে ব্যবসার স্থান বানানো ঠিক নয়।[৭৩]

৪. ক্ষৌরকর্ম করা। (কিন্তু পশম যেন মসজিদে না পড়ে)।

---

৭২. বাদায়ে ৩:১০

৭৩. ফাতহুল কাদীর ৩ : ১১২; শামী ৩ : ৪৪০

৫. কথাবার্তা বলা (কিন্তু অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করা জরূরী)[৭৪]

৬. বিবাহ অথবা অন্য কোন আকদ করা।[৭৫]

৭. কাপড় পরিবর্তন করা। সুগন্ধি লাগানো। মাথায় তৈল লাগানো।[৭৬]

৮. মসজিদে কোন রোগী পর্যবেক্ষণ করা। ব্যবস্থাপত্র লেখা অথবা ঔষধ বাতলে দেয়া।[৭৭]

৯. কুরআনে কারীম বা দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেয়া।[৭৮]

১০. কাপড় ধৌত করা ও কাপড় সেলাই করা।[৭৯]

১১. প্রয়োজনের সময় মসজিদে বায়ু বের করা।[৮০]

এছাড়া যত আমল ইতিকাফের জন্য মুফসিদ (নষ্টকারী) বা মাকরূহ নয় এবং জিনিসটি সরাসরি হালালও বটে, ঐসব কিছু ইতিকাফ অবস্থায় জায়িয।

ইতিকাফের মাকরূহ বিষয়সমূহ

ইতিকাফ অবস্থায় নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো মাকরূহ :

১. সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করা। কেননা শরীয়তে ইসলামীতে সম্পূর্ণ নীরব থাকা কোন ইবাদত নয়। ইবাদত মনে করে নীরবতা অবলম্বন করলে বিদআতের গুনাহ হবে। কিন্তু যদি এটাকে ইবাদত মনে না করে, বরং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য যথাসাধ্য নীরব থাকার চেষ্টা করে তবে এতে কোন অসুবিধা নেই।[৮১] অবশ্য যেখানে কথা বলা প্রয়োজন সেখানে চুপ থাকা সমীচীন নয়।

---

৭৪. শামী
৭৫. আল বাহরুর রায়িক ২ : ৩২৪
৭৬. খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১ : ২৬৯
৭৭. ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ জাদীদ ৬ : ৫০১
৭৮. শামী ৩ : ৪৪২
৭৯. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ ১১ : ৯৪
৮০. ইমদাদুল ফাতাওয়া ২ : ১৫৩
৮১. ফাতাওয়ায়ে শামী, ইতিকাফ অধ্যায়

২. অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলাও মাকরূহ। প্রয়োজন অনুসারে অল্প কথাবার্তা তো জায়িয। কিন্তু মসজিদকে অনর্থক কথাবার্তার স্থান বানানো থেকে সতর্ক থাকা জরূরী।

৩. ব্যবসাপণ্য মসজিদে এনে বিক্রি করাও মাকরূহ।

৪. ইতিকাফকারীর মসজিদের এ পরিমাণ স্থান ঘিরে ফেলা মাকরূহ যার দ্বারা অন্যান্য ইতিকাফকারী অথবা নামাযীদের কষ্ট হয়।

৫. পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লিখে দেয়া বা কাপড় সেলাই করা বা দুনিয়াবী শিক্ষাকেও ফুকাহায়ে কিরাম ইতিকাফকারীর জন্য মাকরূহ লিখেছেন।[৮২]

অবশ্য যে ব্যক্তি এটা ছাড়া ইতিকাফের দিনগুলোর রুযীও উপার্জন করতে পারে না, তার জন্য বেচাকেনার উপরা ক্বিয়াস করে অবকাশ বুঝা যায়। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইতিকাফে মানযূর বা মান্নত ইতিকাফের বিধান

ইতিকাফের দ্বিতীয় প্রকার হল ইতিকাফে মানযূর বা মান্নত ইতিকাফ। অর্থাৎ ঐ ইতিকাফ যেটা কোন ব্যক্তি মান্নত মেনে নিজের দায়িত্বে ওয়াজিব করে নিয়েছেন। এ জাতীয় ইতিকাফের প্রয়োজন যেহেতু খুব কমই সামনে আসে, এজন্য এর সাথে সংশ্লিষ্ট শুধু জরূরী মাসআলাগুলো সংক্ষিপ্তভাবে নিচে লেখা হচ্ছে। বিস্তারিত জানতে ফিকহের গ্রন্থসমূহ দেখুন অথবা কোন বিজ্ঞ মুফতীকে জিজ্ঞেস করে আমল করুন।

মান্নতের পদ্ধতি

১. শুধু কোন ইবাদতের পরিণতির দিলে দিলে ইচ্ছা করার দ্বারা নযর বা মান্নত হয় না। বরং মান্নতের শব্দ মুখে আদায় করা জরূরী।

৮২. আল বাহরুর রায়িক ২ : ৩২৭

তাইতো যদি কেউ মনে মনেই ইচ্ছা করে রাখে যে, আমি অমুক দিন ইতিকাফ করব তো শুধুমাত্র ইচ্ছা করার দ্বারা ইতিকাফ করা ওয়াজিব হবে না। আবার মুখে মুখে যদি শুধুমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করে উদাহরণস্বরূপ এমন বলে যে, "আমার ইচ্ছা হল আমি ঐদিন ইতিকাফ করব"। তো এর দ্বারাও মান্নত সংঘটিত হবে না।[৮৩]

বরং মান্নতের জন্য জরুরী হল এমন কোন বাক্য ব্যবহার করা যার ভাবার্থ এমন বের হবে যে, আমি ইতিকাফকে আমার দায়িত্বে অবধারিত করে নিয়েছি। অথবা যেটা সাধারণ মানুষের পরিভাষায় 'নযর' বা মান্নত এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, উদাহরণস্বরূপ এমন বলল যে, "আমি অমুক দিন ইতিকাফের মান্নত করছি"। অথবা "আমি অমুক দিনের ইতিকাফ আমার দায়িত্বে অবধারিত করে নিয়েছি।" অথবা "আমি আল্লাহ তাআলার সাথে অঙ্গীকার করছি যে আমি অমুক দিনের ইতিকাফ করব"। অথবা "যদি আল্লাহ তাআলা অমুক রোগীকে সুস্থ করে দেন তাহলে আমি এত দিনের ইতিকাফ করব"। এসব অবস্থায় মান্নত সহীহ হয়ে যাবে এবং ইতিকাফ ওয়াজিব হয়ে যাবে।

বিষয়টির ইলমী তাহকীক পরিশিষ্টে লক্ষ্য করুন।

২. যদি কেউ বলে যে, "ইনশাআল্লাহ আমি অমুক দিন ইতিকাফ করব"। তাহলে এর দ্বারা মান্নত সংঘটিত হবে না এবং তার দায়িত্বে ইতিকাফ ওয়াজিব হবে না। এখন ইতিকাফ করলে ভাল। আর না করলেও জায়িয আছে।

৩. আর যদি ইনশাআল্লাহ বলা ব্যতীত এভাবে বলে যে, "আমি অমুক দিন ইতিকাফ করব"। আর মান্নত বা অঙ্গীকার ইত্যাদি জাতীয় কোন শব্দ ব্যবহার না করে তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এর দ্বারাও মান্নত সংঘটিত হবে না। কিন্তু সতর্কতার খাতিরে এটার তাকাযা অনুযায়ী আমল করাই ভাল।

---

৮৩. ইমদাদুল ফাতাওয়া ২ : ৪৮৫

মান্নতের প্রকারসমূহ ও তার বিধান

মান্নত দুই প্রকার। ১. নযরে معيّن বা নির্দিষ্ট মান্নত। ২. নযরে غير معيّن বা অনির্দিষ্ট মান্নত। নির্দিষ্ট মান্নত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কোন বিশেষ মাস বা দিনে ইতিকাফের নিয়্যত করবে। উদাহরণস্বরূপ এই মান্নত করল যে, শাবান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ করব। এমতাবস্থায় ঐ দিনগুলোতেই ইতিকাফ করা ওয়াজিব হবে যে দিনগুলোর মান্নত করেছে। অবশ্য যদি কোন কারণে এ দিনগুলোর রোযা রাখতে না পারে, তবে অন্য সময়ে কাযা করবে।[৮৪]

দ্বিতীয় প্রকার হল نذر غير معيّن বা অনির্দিষ্ট মান্নত। যেখানে কোন মাস বা তারিখ নির্ধারিত থাকে না। উদাহরণস্বরূপ এই মান্নত করল যে, আমি তিন দিন ইতিকাফ করব। তো ঐসব দিনে ইতিকাফ করা জায়িয যে সব দিনে রোযা রাখা জায়িয। আর এ দিনগুলোতে ইতিকাফ করার দ্বারা মান্নত পূর্ণ হয়ে যাবে।[৮৫]

মান্নত আদায় করার পদ্ধতি

১. মান্নত ইতিকাফের জন্য রোযা শর্ত। এজন্য চাই এ ইতিকাফ রামাযানে করুক বা রামাযান ছাড়া অন্য মাসে। সর্বাবস্থায় রোযার সাথে ইতিকাফ জরূরী।[৮৬]

২. যদি কেউ একদিন ইতিকাফের মান্নত করে, তবে তার উপর শুধুমাত্র এক দিনের ইতিকাফ ওয়াজিব হবে। ফলশ্রুতিতে তার উচিত সুবহে সাদিকের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করা। আর সন্ধ্যায় সূর্য ডুবার পরে বাইরে বের হবে। তবে হ্যাঁ, যদি এক দিনের ইতিকাফের মান্নত করার সময় অন্তরে এমন নিয়্যত থাকে যে, চব্বিশ ঘণ্টা ইতিকাফ

---

৮৪. শামী ৩ : ৪৩০

৮৫. আল বাহরুর রায়িক, ইতিকাফ অধ্যায় ২ : ৩২৩

৮৬. আল বাহরুর রায়িক ২ : ৩২৩

করব অর্থাৎ পুরো রাত ইতিকাফে কাটাব, তবে চব্বিশ ঘণ্টার ইতিকাফ আবশ্যক হবে।[৮৭]

এমতাবস্থায় তার জন্য করণীয় হল রামাযানের ইতিকাফের মত সূর্য ডুবার পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করা। আর পরের দিন সূর্য ডুবার পর বাইরে বের হওয়া।

৩. যদি শুধু এক রাত ইতিকাফের মান্নত করে, তবে এই মান্নত সহীহ হবে না। কেননা রাত্রে রোযা হতে পারে না। আর রোযা ছাড়া মান্নতের ইতিকাফ সম্ভব নয়। আর যদি মান্নত করার সময় এমন নিয়্যত থাকে যে, দিনের বেলাও মান্নতের অন্তর্ভুক্ত, তাহলেও মান্নত সঠিক হবে না এবং কিছু ওয়াজিব হবে না।[৮৮]

৪. যদি দুই বা তার থেকে বেশি দিনের ইতিকাফের মান্নত করে, তবে প্রতি দিনের সঙ্গে পূর্বের রাত মিলিয়ে ইতিকাফ আবশ্যক হবে।[৮৯]

৫. যদি দুই বা তার থেকে বেশি রাত ইতিকাফ এর মান্নত করে, তবুও দুই রাত ও দিনের ইতিকাফ করতে হবে।[৯০]

৬. যদি দুই বা তার থেকে বেশি দিনের ইতিকাফের মান্নত করে আর নিয়্যত এই ছিল যে, স্রেফ দিনে ইতিকাফ করব আর রাত্রে মসজিদের বাইরে চলে আসব, তবে এ নিয়্যত শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক। এ অবস্থায় শুধু দিনের ইতিকাফ ওয়াজিব হবে। ফলশ্রুতিতে এই ব্যক্তি দৈনিক সুবহে সাদিকের পূর্বে এসে পড়বে।

৭. যদি দুই বা তার থেকে বেশি রাত ইতিকাফের মান্নত করে, আর তার নিয়্যত শুধুমাত্র রাত্রে ইতিকাফ করার থাকে, তবে কিছু ওয়াজিব হবে না।[৯১]

---

৮৭. আল বাহর ২ : ৩২৮

৮৮. আল বাহরুর রায়িক ২ : ৩২৩

৮৯. বাদায়ে ৩:১১-১২

৯০. আল বাহর, ২ : ৩২৮

৯১. আল বাহরুর রায়িক ৩ : ৩২৮

৮. যতগুলো সূরতেই ইতিকাফের মান্নতে দিনের সাথে রাত শামিল, ঐ সব সূরতে পদ্ধতি এটাই হবে যে, সূর্য ডুবার পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ রাত থেকে ইতিকাফ আরম্ভ করবে।

৯. যদি একাধিক দিনের ইতিকাফের মান্নত করে, তবে এই দিনগুলোতে লাগাতার দৈনিক ইতিকাফ করা ওয়াজিব। মাঝখানে বিরতি দিয়ে ইতিকাফ করতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ কেউ মান্নত করল যে, এক মাসের ইতিকাফ ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে যদি কোনদিন ইতিকাফ ছুটে যায়, তবে নতুনভাবে ইতিকাফ ওয়াজিব হবে। তবে হ্যাঁ, যদি মান্নত করার সময় এটা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয় যে, আমি বিচ্ছিন্ন ত্রিশ দিনে ইতিকাফ করব (অর্থাৎ লাগাতার নয়) তবে সেক্ষেত্রে বিরতি দিয়েও ইতিকাফ করতে পারে।[৯২]

মান্নত ইতিকাফের বৈশিষ্ট্য

১. যদি কেউ ইতিকাফের মান্নত করে এবং সে মান্নত পুরা করার সময়ও পায় কিন্তু মান্নত পুরা করার পূর্বেই ইন্তিকাল হয়ে যায়, তাহলে তার উপর ওয়ারিসদেরকে ইতিকাফের বদলায় ফিদইয়া আদায় করার অসিয়্যত করে যাওয়া ওয়াজিব। আর এক দিনের ইতিকাফের ফিদইয়া হল পৌনে দুই সের গম বা তার মূল্য।[৯৩]

২. মাসনূন ইতিকাফ ভেঙ্গে দেয়ার দ্বারা যে কাযা ওয়াজিব হয় সেটারও একই বিধান যে, যদি কাযার সময় পাওয়া সত্ত্বেও কাযা না করে, তবে ফিদইয়া আদায়ের অসিয়্যত করা ওয়াজিব হবে। নতুবা নয়।

মান্নত ইতিকাফের বাধ্যবাধকতা

মান্নত ইতিকাফের মধ্যে ঐ সব পাবন্দী বা বাধ্যবাধকতা রয়েছে যেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা সুন্নাত ইতিকাফ অধ্যায়ে করা হয়েছে।

---

৯২. আল বাহরুর রায়িক ২ : ৩২৮

৯৩. ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ১ : ২১৪

যে সব কাজের জন্য যেখানে বের হওয়া জায়িয সেগুলোর জন্য এখানেও বের হওয়া জায়িয। আর যে সব কাজের জন্য সেখানে বের হওয়া জায়িয নেই সে সব কাজের জন্য এখানেও বের হওয়া জায়িয নেই।

অবশ্য এখানে এতটুকু পার্থক্য আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি মান্নত করার সময় মুখে মুখে এটাও বলে দেয় যে, "আমি জানাযার নামায বা রোগীর খোঁজ-খবর অথবা কোন দরস-ওয়ায বা ইলমী ও দ্বীনী মজলিসে শরীক হওয়ার জন্য ইতিকাফের বাইরে এসে যাব," তবে এসব কাজের জন্য বাইরে আসা জায়িয হবে। আর এসব কাজের জন্য বাইরে আসার দ্বারা মান্নত ইতিকাফ আদায়ে কোন অসুবিধা হবে না।[৯৪]

নফল ইতিকাফ

১. ইতিকাফের তৃতীয় প্রকার হল নফল ইতিকাফ। এ জাতীয় ইতিকাফের জন্য না সময়ের শর্ত আছে না রোযার, না দিনের না রাতের, বরং মানুষ যখন ইচ্ছা করবে, যতটুকু সময়ের জন্য ইচ্ছা করবে ইতিকাফের নিয়্যতে মসজিদে প্রবেশ করবে। এতে সে ইতিকাফের সাওয়াব পাবে।[৯৫]

২. রামাযান শরীফের শেষ দশকে এক দিনের কম সময়ের জন্য যদি ইতিকাফের নিয়্যত করে তাহলে সেটাও নফল ইতিকাফ হবে। নফল ইতিকাফ যে কোন সময় হতে পারে। কিন্তু রামাযান শরীফে সাওয়াব বেশি। এক দিনের কম হওয়া জরূরী নয়। বরং পূর্ণ দশ দিনের কম হলেই সেটা নফল হবে। চাই এক দিনের থেকে কম হোক বা বেশি।[৯৬]

৩. এটা এমন সহজ একটা আমল যে, এটা আঞ্জাম দেয়ার জন্য না সময় বেশি দিতে হয়, না মেহনত বেশি করতে হয়। ফ্রি সাওয়াব পাওয়া যায়। শুধু ধ্যান আর নিয়্যতের ব্যাপার। এতদসত্ত্বেও যদি

---

৯৪. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাহ ১:২১২

৯৫. শামী

৯৬. ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:৩০৫

আমরা এই সাওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকি তাহলে খুব আফসোসের ব্যাপার। আল্লাহ তাআলার রহমতের তাকাযা তো এটাই যে, মানুষ যেন এই অভ্যাস বানিয়ে নেয় যে, যখন কোন কাজের জন্য মসজিদে যাবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিবে। যাতে এই ফযীলত থেকে বঞ্চিত না থাকে।

৪. নফল ইতিকাফ ঐ সময় পর্যন্ত বাকী থাকে যতক্ষণ মানুষ মসজিদে থাকে। মসজিদ থেকে বাইরে বের হলে নফল ইতিকাফ শেষ হয়ে যায়।[৯৭]

৫. নফল ইতিকাফকারী যতক্ষণ বা যতদিন নফল ইতিকাফের নিয়্যত করেছে, সেটা পুরা করা উচিত। কিন্তু যদি কোন কারণে এর পূর্বে বাইরে বের হতে হয় তাহলে যতক্ষণ ইতিকাফে ছিল ততক্ষণের সাওয়াব পাবে। আর বাকীটা ওয়াজিব নয়।[৯৮]

৬. যদি কোন ব্যক্তি উদাহরণস্বরূপ তিনদিন ইতিকাফের নিয়্যত করেছিল, কিন্তু মসজিদে প্রবেশ করার পর কোন এমন কাজ করেছে যেটার দ্বারা ইতিকাফ ভেঙ্গে যায়। তবে তার ইতিকাফ পুরা হয়ে গেছে। অর্থাৎ ইতিকাফ ভাঙ্গার পূর্বে যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে ছিল, অতক্ষণের সাওয়াব পাবে। আর কোন কাযাও ওয়াজিব হয়নি। এখন চাইলে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসবে আর চাইলে নতুন ইতিকাফের নিয়্যতে মসজিদে অবস্থান করবে। উত্তম হল এই সূরতে যতদিন ইতিকাফের নিয়্যত করেছিল অতদিন পুরা করবে।

৭. যারা রামাযান শরীফে মাসনূন ইতিকাফের সুযোগ পাননা, তাদের উচিত যেন তারা ইতিকাফের ফযীলত থেকে বঞ্চিত না থাকে। বরং নফল ইতিকাফের সুবিধা থেকে উপকার লাভ করে যতদিন সম্ভব নফল ইতিকাফ করবে। এটাও সম্ভব না হলে কয়েক ঘণ্টার জন্য ইতিকাফ করবে। আর কমপক্ষে মসজিদে প্রবেশের সময় এই নিয়্যত করে নিবে যে, যতক্ষণ মসজিদে থাকব ইতিকাফ অবস্থায় থাকব।

---

৯৭. আল বাহরুর রায়িক ২ : ৩২৩

৯৮. শামী

মহিলাদের ইতিকাফের বিধান

১. ইতিকাফের ফযীলত শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য খাস নয় বরং মহিলারাও এর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। কিন্তু মহিলাদের মসজিদে ইতিকাফ জায়িয নেই বরং তারা শুধুমাত্র ঘরে ইতিকাফ করবে। ঘরের যে স্থানটি নামায পড়া ও ইবাদতের জন্য বানিয়েছে সেখানেই ইতিকাফে বসে যাবে। আর যদি পূর্ব থেকে ঘরে এমন বিশেষ স্থান না থাকে, তাহলে ইতিকাফের পূর্বে এমন কোন স্থান ঠিক করে নিবে এবং সেখানে ইতিকাফ করবে।[৯৯]

২. যদি বাসায় নামাযের জন্য কোন স্বতন্ত্র স্থান না থাকে, আর কোন কারণে এমন ঘর স্বতন্ত্রভাবে বানানোও সম্ভব না হয়, তাহলে ঘরের কোন অংশকে সাময়িকভাবে ইতিকাফ এর জন্য নির্ধারিত করে সেখানে মহিলাগণ ইতিকাফ করতে পারবেন।[১০০]

৩. যদি মহিলা বিবাহিতা হয়, তাহলে ইতিকাফের জন্য স্বামীর অনুমতি নেয়া জরূরী। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর জন্য ইতিকাফ করা জায়িয নেই। (শামী, ইতিকাফ অধ্যায়) কিন্তু স্বামীদের উচিত তাঁরা যেন বিনা কারণে স্ত্রীদেরকে ইতিকাফ হতে বঞ্চিত না করেন। বরং অনুমতি দিয়ে দেন।[১০১]

৪. যদি মহিলা স্বামীর অনুমতি নিয়ে ইতিকাফ আরম্ভ করে দেয়, সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে স্বামী আর নিষেধ করতে পারবে না। নিষেধ করলে স্ত্রীর জন্য সেটা মান্য করা ওয়াজিব নয়।[১০২]

৫. মহিলাদের ইতিকাফের জন্য এটাও জরূরী যে, তাদেরকে হায়েয (মাসিক রক্তস্রাব) ও নেফাস (সন্তান পরবর্তীস্রাব) থেকে পবিত্র হতে হবে।[১০৩]

---

৯৯. শামী
১০০. আলমগীরী ১ : ২১১
১০১. আলমগীরী : ২ : ৩১
১০২. শামী ৩ : ৪৩৫

৬. এজন্য মাসনূন ইতিকাফ আরম্ভ করার পূর্বে মহিলাদের এটা দেখে নেয়া উচিত যে, এ দিনগুলোতে তাদের মাসিকের তারিখ আছে কি নেই? যদি রামাযানের শেষ দশকে মাসিকের তারিখ থাকে, তবে সুন্নাত ইতিকাফ করবে না। হ্যাঁ তারিখ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নফল ইতিকাফ করতে পারে।

৭. যদি কোন মহিলা ইতিকাফ আরম্ভ করে দেয়, অতঃপর ইতিকাফের সময় মাসিক আরম্ভ হয়ে যায়, তাহলে তার জন্য ওয়াজিব হল মাসিক শুরু হওয়া মাত্রই ইতিকাফ ছেড়ে দেয়া। এ অবস্থায় যেদিন ইতিকাফ ছেড়েছে স্রেফ ঐ দিনের কাযা ওয়াজিব হবে। যার পদ্ধতি হল মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর কোনদিন রোযা রেখে ইতিকাফ করবে। যদি রামাযানের দিন বাকী থাকে, তাহলে রামাযানেও কাযা করতে পারে। এমতাবস্থায় রামাযানের রোযাই যথেষ্ট। কিন্তু পাক হওয়ার পূর্বেই যদি রামাযান শেষ হয়ে যায়, তাহলে রামাযানের পর কোন বিশেষ দিনে ইতিকাফের জন্যই রোযা রেখে একদিনের ইতিকাফের কাযা করে নিবে।

৮. মহিলা ঘরের যে স্থানে ইতিকাফ করেছে, সেটা তার জন্য ইতিকাফ চলাকালীন অবস্থায় মসজিদের হুকুমে। বিধায় শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত তার জন্য সেখান থেকে সরে যাওয়া জায়িয নেই। সেখান থেকে উঠে ঘরের অন্য কোন অংশেও যেতে পারবে না। গেলে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।[১০৪]

৯. মহিলাদের জন্যও ইতিকাফের স্থান হতে সরে যাওয়ার বিধি-বিধান সেগুলোই যা পুরুষদের জন্য রয়েছে। যে সব প্রয়োজনে পুরুষদের মসজিদ থেকে সরে যাওয়া জায়িয এবং যে সব কাজের জন্য পুরুষদের মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়িয নেই সেগুলো মহিলাদের ক্ষেত্রেও পুরোপুরি প্রযোজ্য। এজন্য মহিলাদের উচিত ইতিকাফে বসার

---

১০৩. শামী : ঐ

১০৪. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাহ ১ : ১১২

পূর্বে এ সমস্ত মাসআলা ভালভাবে বুঝে নেয়া, যা সুন্নাত ইতিকাফের শিরোনামে পিছনে বর্ণনা করা হয়েছে।[১০৫]

১০. মহিলাগণ ইতিকাফ চলাকালীন নিজ স্থানে বসে বসে সেলাই এর কাজ করতে পারে। কিন্তু নিজে উঠে যাবে না। এছাড়া উত্তম হল ইতিকাফের সময় পূর্ণ মনোযোগসহ কুরআনে কারীম তিলাওয়াত, যিকর, তাসবীহ ও ইবাদত করা। অন্যকাজে বেশি সময় ব্যয় করবে না।

---

১০৫. শামী ৩ : ৪৩০-৪৩১; আহসানুল ফাতাওয়া ৪ : ৪৯৮

পরিশিষ্ট

(উলামা হযরতদের জন্য)

কিছু কিছু ইলমী মাসআলার তাহকীক :

এ পুস্তিকায় যেহেতু ইতিকাফের বিধি-বিধান সাধারণ মুসলমানদের জন্য জমা করা হয়েছে, যাদের দলীল প্রমাণের প্রয়োজন নেই। এজন্য এতে ফিকহী দলীলসমূহ উল্লেখ করা হয়নি। অবশ্য কিছু কিছু মাসআলার দলীল যেহেতু আলেমদের জন্য জরূরী মনে হচ্ছে, এজন্য সেগুলো সংক্ষেপে পরিশিষ্ট আকারে উল্লেখ করা হচ্ছে।

১. ইতিকাফ অবস্থায় জুমুআর গোসলের মাসআলা

এই পুস্তিকায় মাসআলা বয়ান করা হয়েছে যে, মাসনূন ইতিকাফ ও মান্নত ইতিকাফে জুমুআর গোসলের জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়া জায়িয নেই। আমি অধমের নিকট তাহকীক দ্বারা এ বক্তব্যটাই বেশি সঠিক মনে হয়। যদিও কোন কোন আলেম জুমুআর গোসলের জন্য মসজিদের বাইরে বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ হযরত শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. ফিকহী দলীল বা ফকীহগণের কোন উদ্ধৃতি উল্লেখ করেননি।

এ ছাড়া হযরত মাওলানা যফর আহমাদ উসমানী রহ. আহকামুল কুরআন গ্রন্থে (১:১৯০) وَ لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِي الْمَسٰجِدِ "অর্থাৎ তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না।"[১০৬]

---

১০৬. সূরা বাকারাহ, আয়াত ১৮৭

আয়াতে কারীমাহ প্রসঙ্গে "আল ইকলীল" ২ : ১২০ এর উদ্ধৃতিতে জায়িয হওয়ার অভিমত উল্লেখ করেছেন। আর "আল ইকলীলে" জায়িয হওয়ার জন্য خزانة الروايات এবং فتوى الحجة এর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। এছাড়া হযরত মাখদূম হাশেম সাহেবের পাণ্ডুলিপি হতে "কানযুল ইবাদ" এর উদ্ধৃতিতেও জায়িয হওয়ার অভিমত নকল করেছেন। ("ইতিকাফ" পুস্তিকা লেখক সায়্যিদ মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব করাচী পৃ : ৮০-মাসআলা ২৬৬ হতে উদ্ধৃত)

কিন্তু ফিকহী দলীলসমূহের আলোকে এ কথাটা অত্যন্ত مرجوح এবং দুর্বল মনে হয়। যার প্রমাণসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. সমস্ত ফুকাহায়ে কিরাম প্রাকৃতিক প্রয়োজনের মধ্যে শুধুমাত্র তিনটি জিনিসের উল্লেখ করেছেন। পেশাব, পায়খানা ও স্বপ্নদোষের গোসল।

তাইতো দুররে মুখতারে আছে: إلا لحاجة الإنسان طبعية كبول وغائط وغسل لواحتلم[১০৭] এখানে لواحتلم এর قيد সুস্পষ্টভাবে স্বপ্ন দোষের গোসলকে বের করে দিচ্ছে। لأن مفاهيم كتب الفقه حجة আল্লামা শামীও রহ. এই قيدটাকে নিজ অবস্থানে রেখেছেন এবং এর উপর কোন অতিরিক্ত কথা বলেননি।

২. ইতিকাফের মধ্যে মসজিদ থেকে বের হওয়া বিলকুল নাজায়িয হওয়াটাই আসল। অবশ্য যেখানে বের হওয়ার বৈধতার উপর কোন শরয়ী প্রমাণ এসে যাবে, শুধুমাত্র সেখানে বৈধতার বিধান লাগানো হবে। আর বের হওয়ার বৈধতার পক্ষে মূল হল হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর হাদীস–

وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

অর্থাৎ "প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবীয় প্রয়োজন ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতেন না।"[১০৮] এই حاجة الإنسان এর যে তাফসীর

---

১০৭. ফাতাওয়ায়ে শামী, ইতিকাফ অধ্যায় ২: ৪৪৬

১০৮. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৭

আসহাবুল মাযহাব থেকে বর্ণিত, তাতে জুমুআর গোসলের কোন অবকাশ নেই। তাইতো حاشية برجندى على شرح الوقاية তে লিখেছে وحاجة الإنسان بالبول والغائط وقد صرح به في الكافي

অর্থাৎ حاجة الإنسان বা মানবিক প্রয়োজন দ্বারা পেশাব পায়খানা উদ্দেশ্য। "আল কাফী" কিতাবে এটা সুস্পষ্টভাবে লিখা হয়েছে।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, এই তাফসীর الكافي তে করা হয়েছে। আর আহলে ইলম হযরত এটা জানেন যে, "আল কাফী" হল ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর ঐসব কিতাবের সমষ্টি যেগুলোর বর্ণনাসমূহকে ظاهر الرواية বলা হয়। কাজেই এটা ظاهر الرواية এর তাফসীর। আর সম্ভবত এখানে স্বপ্নদোষের গোসলকে প্রাকৃতিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। حاجة الإنسان এর দ্বিতীয় তাফসীর مجمع الأنهر গ্রন্থে করা হয়েছে: إلا لحاجة الإنسان كالطهارة ومقدماتها وهذا التفسير أحسن من أن يفسّر بالبول والغائط. تدبر (মাজমাউল আনহুর ২ : ২৫৬) আল্লামা শামীও রহ. এই তাফসীর কেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[১০৯]

এই তাফসীরের মধ্যেও طهارة দ্বারা طهارة واجبهই উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা উযূ থাকা অবস্থায় পুনরায় উযূর জন্য বের হওয়া কারো নিকটেই জায়িয নেই।

৩. حاجة الإنسان শব্দটা সাধারণ عرف এর মধ্যেও পেশাব পায়খানা ইত্যাদির জন্য ব্যবহার হয়। কিন্তু জুমুআর গোসলের উপর সাধারণত এর ব্যবহার হয় না।

৪. حاجة শব্দটির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করলে এর দ্বারা حاجة لازمه বা অনিবার্য প্রয়োজনই বুঝে আসে। নতুবা حاجة غير لازمه তো অসংখ্য। সেগুলোকে বাদ দিতে হবে।

৫. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর মসজিদে নববীতে ইতিকাফ করেছেন। আর প্রতি ইতিকাফে জুমুআও অবশ্যই

---

১০৯. ফাতাওয়ায়ে শামী ইতিকাফ অধ্যায়

আসত। কিন্তু কোন হাদীস দ্বারা এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর গোসলের জন্য ইতিকাফ থেকে বাইরে বের হয়েছেন।

হযরত আয়েশা রাযি. তো এ পর্যন্ত বলেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মাথা মুবারক হুজরার দিকে ঝুঁকিয়ে দিতেন আর আমি ভিতরে বসে তাঁর চুল আঁচড়ে দিতাম। কিন্তু জুমুআর গোসলের উদ্দেশ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বের হওয়ার কোন উল্লেখ তিনি করেননি। যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এজন্য বের হতেন, তাহলে এই বের হওয়ার কথাটা নিশ্চয়ই বর্ণিত হত। এ সমস্ত কারণে মাসনূন ইতিকাফে জুমুআর গোসলের উদ্দেশ্যে বের হওয়াটা জায়িয মনে হয় না।

বাকী থাকল ঐসব قول যেগুলো জুমুআর উদ্দেশ্যে গোসল এর উপর প্রমাণ বহন করে, সেগুলোর ব্যাপারে আরয এই যে, এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু قول তো সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। যেমন خزانة الروايات গ্রন্থের ব্যাপারে হযরত মাওলানা আব্দুল হাই লাখনভী রহ. লিখেছেন "خزانة الروايات কিতাবটি গ্রহণযোগ্য নয়।"

সামনে আরো লিখেছেন :

والحكم ان لا يؤخذ منها ما خالف الكتب المعتبرة وما وجد فيها ولم يوجد في غيرها يتوقف فيه مالم يدخل في اصل شرعى (النافع الكبير)

অনুরূপভাবে كنز العباد গ্রন্থের ব্যাপারে লিখেছেন :

كتاب كنز العباد في شرح الاوراد مملوء من المسائل الواهية والأحاديث الضعيفة

এছাড়া অন্য যে সব উদ্ধৃতি এ ব্যাপারে পাওয়া গেছে সেগুলোও অপ্রসিদ্ধ কিতাব, যেগুলো দুষ্প্রাপ্যও বটে। কাজেই সেগুলো দেখে তাহকীক করারও সুযোগ নেই।

হযরত শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. শুধু এতটুকু লিখেছেন যে,

امّا غسل جمعہ روایتے صریح دران از اصول نمی یابم، جز آنکہ در شرح او گفتہ است کہ بیرون می آید برائے غسل، فرض باشد یا نفل۔

অর্থাৎ "জুমুআর দিনের গোসলের ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা আমি পাইনি। শুধু এটা ছাড়া যে, এর ব্যাখ্যায় বলেছে যে, গোসলের জন্যবের হয়ে আসবে। চাই ফরয হোক বা নফল।[১১০]

কিন্তু এখানেও এটা উল্লেখ নেই যে, শরাহ দ্বারা কোন্ শরাহ উদ্দেশ্য? আর শরাহ এর এ কথাটির ভিত্তি কি? কাজেই ظاهر الرواية এর বিপরীত এর উপর ফতোয়ার ভিত্তি রাখা যেতে পারে না।

কোন কোন আলেম বলেছেন, পেশাব পায়খানার জন্য মসজিদের বাইরে গেলে ضمنًا গোসলও করে আসবে। এটার অনুমতি আছে। অবশ্য আমি অধম (শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী হা.) ফিকহ ও হাদীসের কোন গ্রন্থে এটার কোন ভিত্তি খুঁজে পাইনি। বরং হযরত আয়েশা রাযি.-এর বাণী তো তার উল্টো :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالْمَرِيْضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلَا يُعَرِّجُ يَسْئَلُ عَنْهُ.

"অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ অবস্থায় রোগীর পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যেতেন। তাদের স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য দাঁড়াতেন না।[১১১]

বুঝা গেল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীর জন্যও দাঁড়াতেন না। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জুমুআর গোসলের জন্য তো অবশ্যই থামতে হবে যা ইতিকাফের বিপরীত কাজ।

সারকথা এটাই যে, মাসনূন ইতিকাফের ক্ষেত্রে জুমুআর গোসলের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়ার অবকাশ বুঝা যায় না।

---

১১০. আশিআতুল লুমআত ২ : ১২০

১১১. সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস নং ২৪৭২

২. ইতিকাফের শুরুতে استثناء প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় মাসআলা হল, বর্তমানে একথাটি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, যদি মাসনূন ইতিকাফের জন্য বসার সময় শুরুতেই নিয়্যত করে নেয়া হয় যে, আমি রোগীর খোঁজ-খবর নিতে মসজিদের বাইরে যাব, তাহলে ইতিকাফ চলাকালীন এসব উদ্দেশ্যে বাইরে যাওয়া জায়িয। কিন্তু সাধারণত দুটি ভুল বুঝাবুঝি এ মাসআলায় পাওয়া যায়।

প্রথম কথা তো এই যে, এ মাসআলাটি মান্নত ইতিকাফের ব্যাপারে তো সঠিক যে, মান্নতের সময় এসব জিনিসের استثناء গ্রহণযোগ্য। কিন্তু মাসনূন ইতিকাফের ব্যাপারে এই استثناء সঠিক মনে হয় না।

আমি অধম অনেক অনুসন্ধানের পর استثناء এর এই جزئيه শুধুমাত্র ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে পেয়েছি। অন্য কোন সহজলভ্য কিতাবে এটা পাইনি। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীর মূল পাঠ নিম্নরূপ :

ولو شرط وقت النذر الالتزام أن يخرج إلى عيادة المريض وصلاة الجنازة وحضور مجلس العلم يجوز له ذلك كذا في التتار خانية ناقلا عن الحجة.[১১২]

এই মূল পাঠে وقت النذر শব্দটাই বলছে যে, এখানে মানযূর (মান্নত) ইতিকাফ উদ্দেশ্য। সামনে আরো দু'তিনটা মাসআলা বর্ণনা করার পর লিখেছেন :

وهذا كله فى الاعتكاف الواجب أما في النفل فلا بأس بأن يخرج بعذر وغيره[১১৩]

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, উল্লেখিত মাসআলাটি ওয়াজিব ইতিকাফের সাথে সম্পর্কিত। মাসনূন ইতিকাফের বিধান এখানে বর্ণনা করা হয়নি। আর যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ জাতীয় কোন استثناء প্রমাণিত নয়, এজন্য মাসনূন ইতিকাফে استثناء এর শুদ্ধতার জন্য স্বতন্ত্র প্রমাণ থাকা চাই। যেটা নাই। অতএব

১১২. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাহ, ইতিকাফ অধ্যায়
১১৩. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাহ, ইতিকাফ অধ্যায়

সুন্নাহসম্মতভাবে ইতিকাফ আদায় করার জন্য استثناء এর অবকাশ সমীচীন মনে হয় না।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যদি কোন ব্যক্তি মাসনূন ইতিকাফ শুরু করার সময় এই নিয়্যত করে, তবে তার ইতিকাফ মাসনূন থাকবে না বরং নফল হয়ে যাবে। আর যে পরিমাণ সময় মসজিদের বাইরে থাকবে ততক্ষণ ইতিকাফের মধ্যে গণ্য হবে না। কিন্তু যেহেতু শুরুতেই নিয়্যত মাসনূনের পরিবর্তে নফল হয়ে গিয়েছিল, এজন্য বের হওয়ার দ্বারা কাযাও ওয়াজিব হবে না। অবশ্য পার্থক্য হবে এই যে, যদি মসজিদের সমস্ত ইতিকাফকারীগণ ঐ নিয়্যতের সাথে ইতিকাফে বসেন, তবে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ আলাল কিফায়াহ আদায় হবে না।

চিন্তা-ভাবনার পর অধমের নিকট মাসআলাটির এ হাকীকত বুঝে এসেছে এবং এ অনুযায়ীই পুস্তিকার মূল পাঠে মাসআলা লিখে দিয়েছি। এ মাসআলার ব্যাপারে অন্যান্য আলেমদের শরণাপন্ন হলে ভালো হয়। আর যদি কোন সম্মানিত আলেমের ইতিকাফে মাসনূনের ক্ষেত্রে استثناء এর প্রমাণ জানা থাকে, তো আমি অধমকে অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

দ্বিতীয় কথা এই যে, মান্নতের মধ্যে استثناء এর শুদ্ধতার জন্য শুধু দিলে দিলে নিয়্যত করা যথেষ্ট নয়, যেমনটি অনেকে মনে করে থাকেন। বরং যেমনিভাবে শুধু মাত্র ইচ্ছা করার দ্বারা মান্নত সংঘটিত হয় না বরং তার জন্য মান্নতের শব্দগুলো মুখে আদায় করা অত্যাবশ্যক। অনুরূপভাবে استثناء ও শুধু নিয়্যতের দ্বারা হবে না। বরং মান্নত করার সময় মুখের দ্বারাই استثناء আদায় করাও অত্যাবশ্যক। নতুবা বের হওয়া জায়িয হবে না।

والله سبحانه تعالى أعلم

৩. ইতিকাফের মান্নত সহীহ হওয়ার কারণ

ফুকাহায়ে কিরামের সুস্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী ইতিকাফের মান্নত সহীহ হয়ে যায়। আর এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু এটার উপর একটি ইলমী প্রশ্ন এই হতে পারে যে, মান্নত সহীহ হওয়ার জন্য ফুকাহায়ে কিরাম এই মূলনীতি বয়ান করেছেন যে, মান্নত শুধুমাত্র ঐ কাজের জন্য সহীহ হয় যেটা عبادة مقصودة বা উদ্দেশ্যমূলক ইবাদত এবং তার جنس এর মধ্যে কোন ওয়াজিব আছে। অথচ ইতিকাফের جنس এর মধ্যে কোন ওয়াজিব নেই। এজন্য উল্লেখিত নীতির আলোকে ইতিকাফের মান্নত সহীহ না হওয়া উচিত।

আল্লামা বারজান্দী রহ. সুস্পষ্টভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। উলামা হযরতদের জন্য তাঁর ভাষাতেই নকল করে দেয়া সমীচীন মনে করছি। তিনি বলেন :

فَلَوْ نَذَرَ أَنَّ النَّذْرَ يَقْتَضِيْ كَوْنَ الْمَنْذُوْرِ فِيْهِ قُرْبَةً وَنَفْسُ اللُّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ لَيْسَ قُرْبَةٌ إِذْ لَيْسَ لِلهِ تَعَالٰى وَاجِبٌ مِنْ جِنْسِهِ كَمَا فِي الصَّوْمِ وَالصَّلٰوةِ وَنَحْوِهِمَا. لٰكِنْ لَمَّا كَانَ الْغَرَضُ الْأَصْلِيُّ مِنْهُ الصَّلٰوةَ بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّوْمُ شَرْطٌ لَهُ كَانَ اِلْتِزَامُهُ الْـجَمَاعَةَ أَوْ لِلصَّوْمِ وَهُمَا مِنَ الْقُرْبِ.

অর্থাৎ যদিও মসজিদে অবস্থান করাটা في نفسه কোন এমন ইবাদত নয়, যার جنس থেকে কোন واجب বিদ্যমান, কিন্তু যেহেতু তার আসল উদ্দেশ্য হল জামাআতের সাথে নামায আদায়, আর রোযা তার জন্য শর্ত। অতএব ইতিকাফের মান্নত নামায এবং রোযার মান্নতকে নিজের মধ্যে ধারণ করে, যা (মান্নতযোগ্য) ইবাদত। এজন্য ইতিকাফের মান্নত সঠিক আছে।[১১৪]

আল্লামা ইবনে আবিদীন শামীও রহ. এই মাসআলার উপর কিতাবুল ঈমানে আলোচনা করেছেন এবং এর বিভিন্ন কারণ বর্ণনা

---

১১৪. বারজান্দী আলা শারহিল বিকায়াহ

করেছেন যার মধ্যে একটি হল لُبْث فِي الْـمَسْجِد (মসজিদে অবস্থান) এর جنس থেকে قعدۂ آخرہ বা শেষ বৈঠক ফরয। এছাড়া হজ্বের সময় উকূফে আরাফা ফরয। কিন্তু এই সব কারণ উল্লেখ করার পর শেষে লিখেছেন :

ثُمَّ قَدْ يُقَالُ: تَحَقُّقُ الْإِجْمَاعِ عَلٰى لُزُوْمِ الْإِعْتِكَافِ بِالنَّذْرِ مُوْجِبُ إِهْدَارِ اشْتِرَاطِ وُجُوْبِ وَاجِبٍ مِنْ جِنْسِه.

যার সারকথা হল, ইতিকাফের মান্নতের শুদ্ধতা সাধরণ নীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু যেহেতু এই মান্নতের শুদ্ধতার উপর ইজমা তথা উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এজন্য এটাকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা হবে।

وَاللهُ سُبْحَانَهٗ تَعَالٰى أَعْلَمُ وَعِلْمُهٗ أَتَمَّ وَأَحْكَمُ.

কিছু কিছু বিশেষ আমল

যেহেতু ইতিকাফের সময় ইতিকাফকারীগণ অন্য সমস্ত কাজ বন্ধ করে মসজিদে গিয়ে পড়ে থাকেন। এ জন্য এ সময়টাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করা উচিত। এবং এ সময়টাকে অনর্থক কথাবার্তা বা আরাম আয়েশের পরিবর্তে বেশি বেশি তিলাওয়াত, ইবাদত, যিকরুল্লাহ, তাসবীহাত এবং ওয়াযীফা আদায়ে ব্যয় করা উচিত।

ইতিকাফের জন্য বিশেষ কোন নফল ইবাদত নির্ধারিত নেই। বরং যখন যে ইবাদতের তাউফীক হয় সেটাকেই সুবর্ণ সুযোগ মনে করা উচিত। অবশ্য কিছু কিছু ইবাদত আছে এমন, সাধারণ অবস্থায় যেটার তাউফীক হয় না। ইতিকাফ ঐ সমস্ত ইবাদত আঞ্জাম দেয়ার উৎকৃষ্ট একটি সুযোগ। এ জন্য এখানে কয়েকটি আমলের উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে করে ইতিকাফকারীদের জন্য আমল করা সহজ হয়।

সালাতুত তাসবীহ

সালাতুত তাসবীহের একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। এ নামাযটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চাচা হযরত আব্বাস রাযি. কে খুব গুরুত্ব দিয়ে শিখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন : চাচা! আপনি সম্ভব হলে এ নামায দৈনিক পড়বেন। সেটা সম্ভব না হলে প্রতি জুমুআয় পড়বেন। সেটা সম্ভব না হলে মাসে একবার। সেটাও সম্ভব না হলে বছরে একবার।

এ নামাযের ফযীলতের কথা বলতে গিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন : যদি আপনার গুনাহ ‘আলেজ’ এর বালু পরিমাণও হয়, তবুও এ নামাযের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা আপনাকে মাফ করে দিবেন।[১১৫]

ফায়েদা : ‘আলেজ’ একটি স্থানের নাম। যা প্রচণ্ড বালুকাময় এলাকায় ছিল (আল কামূস)।

---

১১৫. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৪৮৪ হাদীসটি হাসান পর্যায়ের।

উদ্দেশ্য হল গুনাহ যত বেশিই হোক না কেন, এ নামাযের বদৌলতে আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন।

তাইতো বুযুর্গানে দ্বীন এ নামাযের ইহতিমাম করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এবং হযরত আব্দুল আযীয বিন আবূ দাউদ রহ. বলেন : "যে ব্যক্তি জান্নাতে যেতে চায় সে যেন সালাতুত তাসবীহ এর ইহতিমাম করে।"

আর হযরত আবূ উসমান হীরী রহ. বলেন : দুঃখ মুসীবত থেকে বাঁচার জন্য সালাতুত তাসবীহ থেকে উত্তম কোন আমল আমি দেখিনি।[১১৬] এ জন্য ইতিকাফের সময় এ নামায দৈনিক অথবা যতবার তাওফীক হয় অবশ্যই পড়া উচিত।

নামাযের পদ্ধতি হল ৪ রাকাত নফল নামায সালাতুত তাসবীহ এর নিয়্যতে পড়বে। অবশিষ্ট সমস্ত রুকন তো সাধারণ নামাযের মত। অবশ্য এ নামাযের মধ্যে প্রতি রাকাতে পঁচাত্তর বার-

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

নিম্নে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী আদায় করবে। আর যদি এর সাথে وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ও মিলিয়ে নেয় তবে আরো ভাল।

এই নামাযের পদ্ধতি নিম্নরূপ :

১. নিয়্যত বেঁধে যথারীতি ছানা, সূরা ফাতিহা এবং কোন সূরা পড়বে। ফারেগ হওয়ার পর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপরে উল্লেখিত তাসবীহ পনের বার পড়বে। অতঃপর রুকূতে যাবে।

২. রুকূতে যাওয়ার পর যথারীতি তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পড়বে। অতঃপর দশবার উপরে বর্ণিত তাসবীহাত পাঠ করবে। এরপর রুকূ থেকে উঠবে।

১১৬.মাআরিফুস সুনান ৪: ২৮২

৩. রুকূ থেকে উঠে প্রথমে যথারীতি سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলবে। অতঃপর দাঁড়িয়ে দশ বার উল্লেখিত তাসবীহসমূহ পড়বে। এরপর সেজদায় যাবে।

৪. সেজদায় গিয়ে প্রথমে যথারীতি তিন বার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى পাঠ করবে। অতঃপর দশ বার তাসবীহাত আদায় করবে। এরপর সেজদা থেকে উঠবে।

৫. সেজদা থেকে উঠে বসবে। বসে বসে দশ বার উল্লেখিত তাসবীহ পাঠ করবে। অতঃপর দ্বিতীয় সেজদায় যাবে।

৬. সেজদায় গিয়ে যথারীতি তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى পাঠ করবে। অতঃপর দশ বার উল্লেখিত তাসবীহাত পড়বে। এরপর সেজদা থেকে উঠে দাঁড়ানোর পরিবর্তে দ্বিতীয় বার বসে যাবে এবং অতিরিক্ত দশ বার উল্লেখিত তাসবীহসমূহ পাঠ করবে। এরপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে।

এভাবে এক রাকাতে পঁচাত্তর বার পড়া হল। বাকী তিন রাকাতও এভাবে পড়বে। এভাবে মোট তিনশত তাসবীহ চার রাকাত নামাযে পড়বে। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ রাকাতে এ তাসবীহগুলো আততাহিয়্যাত পড়ার পর আদায় করবে।

সালাতুত তাসবীহ আদায়ের আরেকটা পদ্ধতিও আছে এবং সেটা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. থেকে প্রমাণিত। সেটা হল শুরুতে কিরাআতের পর এই তাসবীহাত পঁচিশ বার পাঠ করবে। অতঃপর দ্বিতীয় সেজদা পর্যন্ত দশ দশ বার করে পড়তে থাকবে। আর দ্বিতীয় সেজদার পর বসে পড়বে না বরং সোজা দাঁড়িয়ে যাবে।

আল্লামা শামী রহ. লিখেছেন যে, এই দুই পদ্ধতিতে সালাতুত তাসবীহ নামায পড়া উচিত। কখনো প্রথম পদ্ধতিতে আর কখনো দ্বিতীয় পদ্ধতিতে।

তাসবীহাতের সংখ্যা যদি নিজে নিজে মনে থাকে, তাহলে আর আঙ্গুল দ্বারা গণনা করবে না। কিন্তু যদি কারো ভুল হয়ে যায়, তবে আঙ্গুলের সাহায্যে গণনা জায়িয।

যদি কোন এক রুকনে তাসবীহাত পড়তে ভুলে যায় তবে পরের রুকনে কাযা করবে। এভাবে এক রাকাতে পঁচাত্তর বার তাসবীহাত পূর্ণ হবে। অবশ্য উত্তম হল রুকুর ভুলে যাওয়া তাসবীহাত কাওমায় (দাঁড়ানো অবস্থা) কাযা করবে না। বরং সেজদায় গিয়ে কাযা করবে। আর প্রথম সেজদার ভুলে যাওয়া তাসবীহাত দুই সেজদার মাঝখানের বৈঠকে কাযা করবে না বরং দ্বিতীয় সেজদায় কাযা করবে।[১১৭]

সালাতুল হাজত

মানুষের দুনিয়া বা আখেরাতের কোন প্রয়োজন সামনে আসলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল হাজত তথা প্রয়োজনের নামাযের ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

সালাতুল হাজত আদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতি মাশায়িখে কিরাম থেকে বর্ণিত, কিন্তু এটার যে মাসনূন পদ্ধতি হাদীসে পাকের বর্ণনাসমূহে পাওয়া যায় সেটা হল দুই রাকাত নফল নামায সালাতুল হাজতের নিয়্যতে পড়বে। নামাযের পদ্ধতি সাধারণ নফল নামাযের মতই। কোন পার্থক্য নেই। অবশ্য নামায থেকে ফারেগ হয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলবে, দুরূদ শরীফ পড়বে। অতঃপর এ দু'আ পড়বে :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.[১১৮]

---

১১৭. শামী, ইতিকাফ অধ্যায়

১১৮. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৪৭৯

অতঃপর যে হাজত বা প্রয়োজন সামনে এসে গেছে, তার জন্য নিজ ভাষায় দু'আ করবে।

বিঃ দ্রঃ সালাতুল হাজতের মুহাদ্দিসানা তাহকীকের জন্য দেখুন মাআরিফুস সুনান ৪: ২৭৫ -অনুবাদক।

এমনিতে এই সালাতুল হাজত দুনিয়া ও আখেরাতের যে কোন প্রয়োজনের জন্য পড়া যেতে পারে। কিন্তু যদি এটা পড়ে আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করা হয় "ইয়া আল্লাহ! আমাকে ও আমার পরিবারের লোকদেরকে দ্বীনের উপর আমল করা এবং সুন্নাতের অনুসরণের তাউফীক দান করুন। আমার গুনাহগুলো মাফ করে দিন এবং জান্নাত নসীব করুন। আমীন। তাহলে ইনশাআল্লাহ অনেক বড় উপকার হবে।

কিছু মুস্তাহাব নামায

কিছু কিছু মুস্তাহাব নামায আছে যেগুলোর সাওয়াব ও ফযীলত অনেক বেশি। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সবসময় এ ব্যাপারে উদ্যোগী থাকা, কিন্তু বিশেষভাবে ইতিকাফের সময় এ ব্যাপারে যত্নবান থাকা সহজ। আর যদি ইতিকাফের মধ্যে এগুলোর পাবন্দী করে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করা হয়, বাকী দিনগুলোতেও এগুলোর তাউফীক হয়ে যায়, তাহলে অসম্ভব নয় যে আল্লাহ তাআলা ইতিকাফের বরকতে এ সমস্ত মুস্তাহাব নামাযে অভ্যস্ত বানিয়ে দিবেন।

তাহিয়্যাতুল উযূ

প্রত্যেক উযূর পর তাহিয়্যাতুল উযূর নিয়্যতে দুই রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব।[১১৯]

সহীহ মুসলিমের হাদীস :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْمُ يُصَلِّيِّ رَكَعَتَيْنِ يَقْبَلُ بِقَلْبِهٖ وَوَجْهِهٖ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

১১৯. ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়্যাহ ৫: ২০৮

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি উযূ করবে এবং ভালভাবে উযূ করবে এবং এমনভাবে দুই রাকাত নামায পড়বে যে, নিজ বাহির ও ভিতর থেকে নামাযের দিকেই মনোযোগী থাকবে, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেয়া হবে।[১২০]

ইতিকাফের সময় যেহেতু মানুষ মসজিদেই থাকে, এ জন্য তাহিয়্যাতুল মসজিদের সুযোগ হয় না। কিন্তু যখনই উযূ করবে, তাহিয়্যাতুল উযূ পড়বে।

এ নামাযের বিশেষ কোন পদ্ধতি নেই। অন্যান্য নফল নামাযের মত এটাও পড়া যায়। অবশ্য উত্তম হল শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোতে পানি শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে এই নামাযটি পড়ে নেয়া।[১২১]

যদি কোন কারণে তাহিয়্যাতুল উযূর সময় না পায়, তাহলে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ বা ফরয নামায আরম্ভ করার সময় ঐ নামাযেই তাহিয়্যাতুল উযূরও নিয়্যত করে নিলে আশা করা যায় যে, সেটার ফযীলত থেকে বঞ্চিত হবে না।

সহীহ বুখারীর বর্ণনাঃ হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলালে হাবশী রাযি. কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন :

يَا بِلَالُ حَدِّثْنِيْ بِأَرْجٰى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَينَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجٰى عِنْدِيْ أَنِّيْ لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِيْ سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِيْ أَنْ أُصَلِّيَ.

অর্থাৎ, "হে বিলাল! তুমি আমাকে বলতো ইসলাম গ্রহণের পর তুমি এমন কোন্ আমল করেছ যেটার ব্যাপারে তোমার সব থেকে বেশি আশা যে, আল্লাহ তাআলা সেটার বদৌলতে তোমাকে মাফ করে দিবেন। কেননা আমি জান্নাতে আমার সামনে তোমার চপ্পলের আওয়ায শুনেছি।"

১২০. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৪

১২১. দুররে মুখতার শামী সহ ১: ৪৫৮

হযরত বিলাল রাযি. বললেন, “আমি এমন কোন আমল করিনি যেটার ব্যাপারে আমার অনেক বেশি আশা আছে। অবশ্য আমি দিনে বা রাতে যখনই উযূ করেছি ঐ উযূ দিয়ে যতটুকু তাউফীক হয়েছে অবশ্যই নামায পড়েছি।”[১২২]

ইশরাকের নামায

ইশরাকের নামায হল ঐ নামায যা সূর্যোদয়ের পর পড়া হয়। ইশরাকের নামায হল দুই রাকাত। আর যখন সূর্য উদিত হয়ে সামান্য উঁচু হয়ে যায় তখন এই নামায পড়া হয়।

ইশরাকের নামাযের জন্য উত্তম হল ফজরের নামাযের পর নিজ স্থানে বসেই তাসবীহাত বা তিলাওয়াতে মাশগুল থাকা। আর যখন সূর্য উদিত হয়ে কিছুটা উঁচু হয়ে যাবে, তখন দুই রাকাত পড়ে নিবে।[১২৩]

হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : “যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআত এর সাথে আদায় করে এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানেই বসে থাকে এবং আল্লাহর যিক্র করতে থাকে অতঃপর দুই রাকাত ইশরাকের নামায পড়ে, তো সে ব্যক্তি একটি পূর্ণ হজ্ব ও পূর্ণ উমরার সমপরিমাণ সাওয়াব পায়।”[১২৪]

এছাড়া হযরত সাহল বিন মুআয রাযি. তাঁর আব্বা থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : “যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর নিজ নামাযের স্থানে বসে থাকবে এবং ইশরাকের দুই রাকাত পড়া পর্যন্ত ভালো কথা ব্যতীত অন্য কোন

---

১২২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৪৯

১২৩. দুররে মুখতার ২: ২৪

১২৪. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৫৮৬; শুআবুল ঈমান লিলবাইহাকী ৩:৮৫, হাদীস নং ২৯৫৮

কথা না বলবে তার সমস্ত গুনাহ চাই সমুদ্রের ফেনা পরিমাণই হোক না কেন মাফ করে দেয়া হবে।"[১২৫]

সালাতুয যোহা বা চাশতের নামায

সালাতুয যোহাকে উর্দূতে চাশতও বলে। এ নামাযের ব্যাপারেও বিভিন্ন হাদীসে অনেক ফযীলতের কথা এসেছে।

এর মুস্তাহাব সময় দিনের এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আরম্ভ হয়। অর্থাৎ সুবহে সাদিক ও সূর্য ডুবার মাঝখানে যত ঘণ্টা হয় সেটাকে চার ভাগে ভাগ করা হবে। এক অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর সূর্য হেলে পড়ার পূর্বেই কোন এক সময়ে এই নামায পড়ে নিবে। এটাই মুস্তাহাব সময়। কিন্তু যদি এর পূর্বে সূর্যোদয়ের পর যে কোন সময় পড়ে নেয়, তাহলে সেটাও জায়িয আছে।[১২৬]

হাদীসে পাকে এ নামাযের অনেক ফযীলত পাওয়া যায়। তাইতো হযরত আবুদ দারদা রাযি. থেকে বর্ণনা আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

مَنْ صَلَّى الضُّحٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ صَلّٰى أَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِيْنَ وَمَنْ صَلّٰى سِتًّا كُفِى ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَمَنْ صَلّٰى ثَمَانِيًا كَتَبَهُ اللهُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمَنْ صَلّٰى ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهٗ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকাত নামায পড়বে, সে গাফেল বা উদাসীনদের মধ্যে গণ্য হবে না। আর যে ব্যক্তি চার রাকাত পড়বে তাকে ইবাদতগুযারদের মধ্যে লেখা হবে। আর যে ছয় রাকাত পড়বে, তার জন্য এই ছয় রাকাত রহমত নাযিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। আর যে আট রাকাত পড়বে তাকে মহান আল্লাহ কানিতীনের (নেক কাজের উপর স্থিরতা অবলম্বনকারী) মধ্যে লিখে দিবেন। আর যে

---

১২৫. আবূ দাউদ শরীফ, ২:২৭২

১২৬. শামী ১: ৪৫৯

ব্যক্তি বারো রাকাত পড়বে, তার জন্য মহান আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।"[১২৭]

তিরমিযী শরীফ ও ইবনে মাজার একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে :

مَنْ حَافَظَ عَلٰى شُفْعَةِ الضُّحٰى غُفِرَتْ لَهٗ ذُنُوْبُهٗ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি চাশতের নামায নিয়মিত আদায় করবে, তার (সগীরা) গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। যদিও সেটা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণই হোক না কেন।"[১২৮]

সালাতুল আউয়াবীন

সাধারণভাবে সালাতুল আউয়াবীন ঐ সব নফল নামাযকে বলে যা মাগরিবের পর পড়া হয়। এ নামাযটি ন্যূনতম ছয় রাকাত এবং সর্বোচ্চ বিশ রাকাত পর্যন্ত পড়া যায়।

উত্তম হল মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদা ব্যতীত ছয় রাকাত পড়া। তবে যদি হাতে সময় কম থাকে, তাহলে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ সহ ছয় রাকাত পূর্ণ করবে। তবুও এ নামাযের ফযীলত হাসিল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

হাদীসে পাকে এ নামাযের অনেক ফযীলতের কথা এসেছে। হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَنْ صَلّٰى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهٗ بِعَبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً.

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি মাগরিবের পরের ছয় রাকাত এভাবে পড়ে যে, এর মাঝে মুখ দিয়ে কোন কথা বের করে না, তাকে বারো বৎসর ইবাদতের সমান সাওয়াব দেয়া হয়।"[১২৯]

---

১২৭. মাজমাউয যাওয়ায়িদ লিল হাইছামী সালাতুয যোহা অধ্যায়, হাদীস নং ৩৪১৯

১২৮. তিরমিযী; ইবনে মাজাহ; মুসনাদে আহমাদ

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ নকল করেন :

مَنْ صَلّٰى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةٍ بَنَى اللهُ لَهٗ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ রাকাত নফল নামায পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।"[১৩০]

উলামায়ে উম্মত ও বুযুর্গানে দ্বীন এই নামাযের ব্যাপারে খুব বেশি যত্নবান থাকতেন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকেও এর তাউফীক দান করুন। আমীন।

তাহাজ্জুদ নামায

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

أَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ صَلٰوةٌ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ.

"নফল নামাযের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নামায হল তাহাজ্জুদের নামায।"[১৩১]

উত্তম এটাই যে, এ নামায শেষ রাতে আদায় করা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় তাহাজ্জুদ নামায আট রাকাত পড়তেন। এ নামাযে কিয়াম, রুকু ও সেজদা লম্বা করা উচিত। কিয়ামে কুরআনে কারীমের যত বেশি অংশ পারা যায় তিলাওয়াত করবেন। যাঁদের লম্বা সূরা মুখস্ত নাই, তাঁরা ইতিকাফের সময়টাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে বিশেষ বিশেষ সূরা মুখস্ত করে ফেলবেন। যেমন সূরা ইয়াসীন, মুয্যাম্মিল, মুলক, ওয়াকিয়া ইত্যাদি। আর তাহাজ্জুদে ঐ লম্বা সূরাসমূহ দিয়ে তিলাওয়াত করবেন।

ইতিকাফের সময় বিশেষভাবে তাহাজ্জুদ এর ইহতিমাম করা উচিত। যেহেতু এ সময় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত

---

১২৯. তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ১১৬৭

১৩০. তিরমিযী শরীফ ১:৯৮

১৩১. তিরমিযী শরীফ ১:৯৯

নাযিল হয়। এ জন্য এ দুর্লভ মুহূর্ত হতে খুব বেশি উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করবে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, তাহাজ্জুদের নামায সুবহে সাদিকের পূর্বেই শেষ করতে হবে। অবশ্য যদি সুবহে সাদিকের পূর্বে নামাযের নিয়্যত বাঁধে আর নামাযের মাঝে সুবহে সাদিক হয়ে যায়, তাহলে দুই রাকাত পূর্ণ করা জায়িয আছে।[১৩২]

আল্লাহ তাআলা মুসলিম জাতিকে বেশি বেশি এ সব ফযীলত হাসিল করার তাউফীক দান করুন। আমীন ছুম্মা আমীন।

وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

আলহামদুলিল্লাহ। আজ ৩০ শে রামাযান ১৪৪৩ হিঃ মোতাবিক ২ রা মে ২০২২ ইং ইতিকাফ শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে "আহকামে ইতিকাফের" অনুবাদ শেষ হল। **-অনুবাদক**

---

১৩২. ফাতাওয়ায়ে শামী ১: ২৭৬

অনুবাদকের অন্যান্য গ্রন্থ

১. বড়দের ছেলেবেলা (২৪জন মহামনীষীর শৈশবের বিস্ময়কর কাহিনী)
২. ফেরেশতাদের বিস্ময়কর জীবনকথা
৩. আখেরাতের পাথেয় (মাওয়ায়েযে আবরার-১)
৪. আদর্শ জীবন গঠনের ইসলামী পদ্ধতি (মাওয়ায়েযে আবরার-২)
৫. আমাদের অধঃপতন ও উত্তরণের পথ (মাওয়ায়েযে আবরার-৩)
৬. আহকামে যাকাত
৭. আহকামে সফর
৮. শিয়া মতবাদ ইরানী বিপ্লব ও ইমাম (?) খোমিনী
৯. বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা
১০. বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ
১১. বিনয়: উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানবৃদ্ধির উপলক্ষ
১২. সহীহ হাদীসের আলোকে নামায
১৩. কুরআন-হাদীসের আলোকে মাযহাব ও তাকলীদ
১৪. বিষয়ভিত্তিক বয়ান (অপ্রকাশিত)
১৫. তোমারই কুদরত দেখতে পাই (কবিতামালা)
১৬. ধূম্রজালে জিহাদ
১৭. ইসলাহী মাজালিস (দ্বিতীয় খণ্ড)
১৮. মাজালিসে আবরার
১৯. রাসায়িলে আবরার
২০. আততাকসীমুস সাবয়ী (আরবী পুস্তিকা)
২১. মনীষীদের ছোটবেলা
২২. মালফূযাতে ফুলপুরী রহ.
২৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি নূরের তৈরী?
২৪. মাআরিফে মাসীহুল উম্মাত রহ.
২৫. এনজিও আগ্রাসন : দেশে দেশে
২৬. মালফূযাতে রায়পুরী রহ.
২৭. ইরশাদাতে আকাবির
২৮. ইরশাদাতে গাঙ্গুহী রহ.
২৯. ইরশাদাতে হাকীমুল ইসলাম
৩০. মাজালিসে সিদ্দীক
৩১. তাওবা : গুনাহসমূহের প্রতিষেধক
৩২. আহকামে হজ্ব
৩৩. বরেণ্য দশ মনীষী: জীবন ও অবদান
৩৪. হিংসা ও গোস্বা : দুটি ধ্বংসাত্মক আত্মিক ব্যাধি
৩৫. চোখ ও যবানের হেফাজত করুন
৩৬. কাদিয়ানী ফিতনা ও মুসলিম উম্মাহর অবস্থান

পাঠকের অভিমত